পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 342 Tuesday, 17 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৪২ সংখ্যা ✱ ৩০ কার্ত্তিক ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

ওয়ার্ড বিন্যাস মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বক্তব্য শোনার আর্জি পেশ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বরঃ কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড বিন্যাস মামলায় তাঁদেরও বক্তব্যও শোনা হোক। আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা তৃণমূল। তারা শীর্ষ আদালতে ক্যাভিয়েট করেছে। ওই পুরসভার ভোট ঘোষণার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। অভিষেকদের বক্তব্য, বিজেপি সুবিধা পায় এমন ভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এই অবস্থায় আপাতত হাই কোর্টের নির্দেশ বহাল রাখুক সুপ্রিম কোর্ট। একতরফা কোনও নির্দেশ না দিয়ে তাঁদেরও বক্তব্য শুনুক আদালত। প্রসঙ্গত, এর আগে হাই কোর্টেও আসন পুনর্বিন্যাস মামলায় যুক্ত ছিল



মমতা তৃণমূল। কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস ঘিরে আইনি লড়াই এবার গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে এবার শীর্ষ আদালতে পক্ষভুক্ত হতে চাইল কালীঘাট শিবির। রাজ্যের দায়ের করা মামলায় একতরফা কোনো নির্দেশ দেওয়ার আগে তাদের বক্তব্যও যেন শোনা হয়, সেই আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৬ নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ কলকাতা পুরসভার ভোট ঘোষণার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত ১৩ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার।

● এরপর ৬ পাতায়...

অভিষেকের উপর মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বরঃ ডিজে মামলায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন কলকাতা হাইকোর্টে। গত ৬ নভেম্বর পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সময় সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। এরপর ফের রক্ষাকবচের দাবি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ায় মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। কেন কলকাতা হাইকোর্টের পুজো অবকাশকালীন বিশেষ বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি বা ছুটির আগে কেন আদালতকে জানানো হয়নি তা নিয়ে অসন্তোষ ব্যাক্ত করেছেন বিচারপতি। শেষপর্যন্ত আগামী সপ্তাহের শুক্রবার মামলার শুনানি করার আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ১৫ মে বিধাননগর সাইবার থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সেই মামলায় অভিষেককে কণ্ঠস্বরের নমুনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে তাঁকে রক্ষাকবচও দিয়েছিলেন আদালত। গত ৬ নভেম্বর পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। এরপর আবার রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, ফল ঘোষণার পর ডিজে এমন জোরে বাজবে যে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়েও আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল। নির্বাচনের পর অভিষেকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার মধ্যে এটিও অন্যতম।

নারী সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ দিল্লিতে!

বসেছে ৬ হাজারের বেশি সিসি ক্যামেরা, কমল পুলিশের রেসপন্স টাইম

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বরঃ দেশের রাজধানী দিল্লিতে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশ। গত ২৪ অক্টোবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের নির্দেশমতো মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এসেছে বড় পরিবর্তন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সাম্প্রতিক প্রগতি রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লির জনবহুল



পার্কগুলিতে ছয় হাজারের বেশি সিসি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি প্রায় ২০ হাজার 'ডার্ক স্পট' বা অন্ধকার জায়গাকে কড়া নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। দিল্লির ১ হাজার ৬৩৫টি পাবলিক পার্কের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অডিট ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। পার্কগুলিতে আলোর ব্যবস্থা, ফেন্সিং এবং সীমানা প্রাচীর মজবুত করার কাজ চলছে জোরকদমে। আগামী ২০২৭ সালের ২৬ জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত পার্কের ফেন্সিং ও বাউন্ডারি ওয়াল তৈরির কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, ৫৬টি বড় পার্কে ১০০ শতাংশ গেট ম্যানেজমেন্ট এবং নিয়মিত টহলদারি নিশ্চিত করা হচ্ছে। পার্কগুলির বাইরে মোতায়েন করা হয়েছে পিসিআর ভ্যানও। দিল্লি পুলিশের আপকালীন সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থায় উন্নতি করা হয়েছে। জরুরি সহায়তা নম্বর '১১২'-এর রেসপন্স টাইম ১১ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড থেকে কমিয়ে আনা হয়েছে মাত্র ৮ মিনিট ২ সেকেন্ডে। মহিলাদের নিরাপত্তায় রাস্তায় নামানো হয়েছে ১৭৮টি 'পিঙ্ক স্কুটি'। প্রতিটি স্কুটি গড়ে ৭.৪ ঘণ্টা ধরে ডিউটি করছে। পাশাপাশি নামানো হয়েছে ৩৫টি মহিলা পিসিআর ভ্যানও। বর্তমানে দিল্লি পুলিশে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ১৭.৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এছাড়াও ১২৫টি পিঙ্ক বুথ এবং বিমানবন্দর, রেলওয়ে ও মেট্রো স্টেশনের ২৪ ঘণ্টার উইমেন হেল্প ডেস্কগুলি থেকে প্রতিদিন বহু মহিলা পরিষেবা নিচ্ছেন। মানব পাচার রোধে প্রতিটি জেলায় রয়েছে আলাদা ইউনিট এবং 'শিষ্টাচার' অভিযানে ১ লক্ষ ২৪

● এরপর ৬ পাতায়...

বিজেপির ব্যারাকপুর বিভ্রাটে বিবৃতি শমীকের! তোলাবাজি নিয়ে তৃণমূল জমানার তুলনা টানলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বরঃ ব্যারাকপুরের বিজেপিতে বিভ্রাট আর কাটছে না! কয়েক সপ্তাহ আগে মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে রে রে করে মাঠে নেমেছিলেন বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী। তার পরে আবার রাস্তায় এক মণ্ডল সভাপতির সঙ্গে তুমুল তর্কে জড়িয়ে পড়েন কৌস্তভ বাগচী। ছটপুজো উপলক্ষে ঘোষপাড়া রোড এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে ও উৎসবে শামিল হতে গেলে তাঁকে



তীব্র জনরোষ এবং স্থানীয় স্তরের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। যা দলের অন্দরের কোন্দলকে আরও একবার হাটখোলা করে দিয়েছে। এ নিয়ে এ বার বিবৃতি দিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ব্যারাকপুরের এই সাম্প্রতিক কাণ্ড অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং কোনওভাবেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। দলের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যাওয়া এই ধরনের আচরণের জন্য দল অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এর আগে দলকে বার্তা দিতে গিয়ে শমীক দমদমের সভা থেকে অরাজকতা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। এমনকি অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করার পরামর্শও দিয়েছিলেন শমীক। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই তোলাবাজির অভিযোগ উঠছে। সেই প্রেক্ষাপটে রাজ্য সভাপতি শমীকের দাবি, তৃণমূল থেকে আসা একশ্রেণির নেতারাই এখন নিজেদের স্বার্থে বিজেপির পতাকা ব্যবহার করে এলাকায় অরাজকতা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দলের অন্দরের এই বিশৃঙ্খলা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কিছুটা ভিন্ন সুরে কথা বলে তৃণমূল জমানার সঙ্গে তুলনা

● এরপর ৬ পাতায়...

'আগের সরকার থাকলে একটাও নিয়োগ হত না'

মেদিনীপুরের চাকরি মেলায় ৬০০ জনকে নিয়োগপত্র দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১৬ নভেম্বরঃ মেদিনীপুরে আয়োজিত চাকরি মেলার মঞ্চ থেকে ৬০০ জন চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই বিশেষ অনুষ্ঠান থেকেই তিনি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি বা ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতা এবং বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলের নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে পুনরায় সরব হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে পূর্ববর্তী সরকার ক্ষমতায় বহাল থাকলে কোনওভাবেই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হত না। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান প্রশাসন নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ত্রুটির বাধা সফলভাবে অতিক্রম করেছে এবং ভবিষ্যতে চাকরির প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক নিয়োগ বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করে শুভেন্দু মন্তব্য করেন যে পূর্ববর্তী সরকার পুনরায় নির্বাচিত হলে রাজ্যে একটিও নিয়োগপত্র দেওয়া সম্ভব হত না। এর নেপথ্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানান যে, আগের সরকার ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে এক চরম আইনি জটিলতা তৈরি করেছিল। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করার যে প্রচেষ্টা বিগত সরকার চালিয়েছিল, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ অবৈধ ও বাতিল বলে



ঘোষণা করে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই আইনি জটিলতা কোনওদিনই মিটত না এবং নিয়োগও আটকে থাকত। তিনি জানান যে, বর্তমান সরকার বিধানসভায় নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিষয়টি সংশোধন করেছে এবং বিগত সরকার সুপ্রিম কোর্টে যে মামলাটি দায়ের করেছিল, গত আট জুলাই শীর্ষ আদালত খোলার পরই রাজ্য সরকার সেই মামলা প্রত্যাহার করে বেরিয়ে এসেছে। বর্তমানে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেওয়া হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রয়েছে এবং সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় সরকারি নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সরকারি চাকরির পাশাপাশি রাজ্যে কর্মসংস্থানের বিকল্প দিগন্ত খুলে দেওয়ার রূপরেখাও এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান যে, সরকার চায় বেসরকারি ক্ষেত্রে শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হোক এবং তৃতীয় বিকল্প হিসেবে যুবসমাজ ব্যবসার পথে এগিয়ে আসুক। এই লক্ষ্যে রাজ্যে নতুন করে উদ্যম পোর্টাল চালু করা হয়েছে এবং বিশ্বকর্মা যোজনা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম বা পিএমইজিপি-র মাধ্যমে ঋণ নিয়ে বহু তরুণ-তরুণী স্বনির্ভর হয়ে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন, কারণ তাঁরা সীমিত আয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে চান না। এর পাশাপাশি সমবায় বা কো-অপারেটিভ ক্ষেত্রটিকেও বিশেষভাবে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে, যাতে দুগ্ধজাত শিল্প, ছাগল পালন, পোল্ট্রি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলির প্রসার ঘটানো যায়। সমবায় ক্ষেত্রের মাধ্যমে এই সমস্ত শিল্পে বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতীর নিয়োগ নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান নীতি বলে তিনি জানিয়েছেন। রাজ্যের সামগ্রিক বেকারত্বের ছবি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে পশ্চিমবঙ্গে কর্মহীনতার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তিনি জানান যে পুরনো কর্মসংস্থান পোর্টালটি বন্ধ করে দিয়ে এদিনই একটি নতুন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে আগের পোর্টালে মোট ৮৮ হাজার আবেদনকারী নাম নথিভুক্ত করেছিলেন, যার মধ্যে ১০৩১ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এদিন ৬০০ জন উপভোক্তার হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের সমস্ত স্তরে নিয়োগ বন্ধ ছিল টাটা গোষ্ঠীকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে শিল্পমহলে অত্যন্ত নেতিবাচক বার্তা গিয়েছিল। ২০১৫ সালে শেষবার স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি

● এরপর ৬ পাতায়...

ভোটার তালিকা সংশোধন মামলায় নতুন মোড়!

নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি জেরা করতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ 'ইন্ডিয়া'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বরঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন' সংক্রান্ত মামলায় এবার নির্বাচন কমিশনকে আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে জেরা করার অনুমতি চাইল বিরোধী 'ইন্ডিয়া'। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন জমা করে বিরোধীদের অভিযোগ, কমিশন আদালতের সামনে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সহায়ক নথি পেশ না করে কেবল নিজেদের মতো করে বিভিন্ন দাবি পেশ করে চলেছে। ভোটার তালিকার এই সংশোধন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে অফিশিয়াল নথির ভিত্তিতে বিস্তারিত উত্তর পেতেই এই জেরা অপরিহার্য বলে দাবি করেছে বিরোধীরা। তাদের বক্তব্য, যে তথ্য ও নথি চাওয়া হচ্ছে তা একমাত্র নির্বাচন কমিশনের কাছেই রয়েছে এবং এই প্রশ্নগুলি কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুসন্ধান নয়, বরং কমিশনের নিজস্ব দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্যই এই পদক্ষেপ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী এবং উপ-নির্বাচন কমিশনার ভানু প্রকাশ ইয়েতুরুরের মতো শীর্ষ আধিকারিকদের জন্য জমা দেওয়া হয়েছে ৪৮টি নির্দিষ্ট প্রশ্ন। ইসিআইনেট ব্যবস্থার ডিজাইন, পরিবর্তন এবং পরিচালনা থেকে শুরু করে কমিশন যৌথভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কি না, সে



বিষয়ে স্পষ্ট জবাব চাওয়া হয়েছে। দেশজুড়ে হঠাৎ এই 'এসআইআর' চালুর সিদ্ধান্ত, তার অনুমোদনের প্রক্রিয়া এবং খোদ কমিশনের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা নিয়ে তীব্র জলঘোলা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি কমিশন সদস্যদের মতপার্থক্য নিয়ে একটি রিপোর্ট সামনে আসার পরই দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলে 'ইন্ডিয়া' এবং বিষয়টি গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। বিরোধীদের প্রশ্ন, দেশজুড়ে এসআইআর করার সিদ্ধান্ত কবে এবং কোন অফিশিয়াল প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয়েছিল? পাশাপাশি, ২০২৫ সালের যে আদেশে দেশব্যাপী এসআইআর-এর ঘোষণা করা হয়েছিল, তার সঙ্গে পরবর্তী এক আরটিআই থেকে পাওয়া উত্তরে অসঙ্গতি নিয়ে কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিরোধীরা। আরটিআই-তে বলা হয়, এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্তের তথ্য কমিশনের কাছে নেই। এছাড়া ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ২৬ অক্টোবরের মধ্যে এসআইআর বা ইসিআইনেট সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু বা বিবেক জোশী কোনও আপত্তি বা দ্বিমত পোষণ করেছিলেন কি না, সেটির ফাইল নম্বর ও নির্দিষ্ট

● এরপর ৬ পাতায়...

১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাঙা যাবে না জাহাঙ্গিরের বাড়ি, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বরঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় তৃণমূল (কালীঘাট শিবির) নেতা জাহাঙ্গির খানের বাড়ি এখনই ভাঙা যাবে না! বাড়ি ভাঙার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়িয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিষয়ে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। আগামী ২৩ নভেম্বর রাজ্যকে জাহাঙ্গিরের বাড়ি ভাঙার কাজ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি এবং ভিডিওগ্রাফি আদালতে জমা দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের। পাশাপাশি এ বিষয়ে হলফনামাও পেশ করতে হবে। অন্যদিকে, আগামী ২৭ নভেম্বর জবাবি হলফনামা জমা দেবেন মামলাকারী। অর্থাৎ, বাড়ি ভাঙার প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য ও আবেদনকারী, দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে আদালত। উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় জাহাঙ্গির খানের এই বাড়ি ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। তৃণমূল সরকারের আমলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন জাহাঙ্গির। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এলাকায় দাপট চালাতেন তিনি। নিজেকে 'পুষ্পা' বলেও পরিচয় দিতেন জাহাঙ্গির। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করে বাড়ি তৈরির অভিযোগ ওঠে। বিজেপি নেতা বিধান পাড়ুই ফলতা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, প্রায় ৫ কাঠা সরকারি খাস জমির উপর বেআইনিভাবে

● এরপর ৬ পাতায়...

নতুন রঙে সাজবে সরকারি হাসপাতাল! খরচের অঙ্ক চাইল স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বরঃ নবান্ন সভাঘর থেকে শুরুয়াত। এ বার রূপ বদলাতে চলেছে সরকারি হাসপাতালগুলোরও। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, দীর্ঘদিনের পরিচিত নীল-সাদা রঙের খোলস ছেড়ে



শীঘ্রই নতুন রঙে সেজে উঠতে চলেছে রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলি। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে স্বাস্থ্য দফতরে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে এই সংক্রান্ত একটি প্রোপোজাল এবং খরচের হিসাব তৈরি করে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির তরফে আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে একটি বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের বহু মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভবনগুলির রঙ চটে গিয়েছে এবং সেগুলিকে অত্যন্ত মলিন দেখাচ্ছে। ভবনগুলিকে যাতে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর দেখায়, তার জন্য

● এরপর ৬ পাতায়...

কী কারণে ৭৮ জনকে গুরুত্ব না দিয়ে ৫৬ জনের প্রস্তাব গ্রহণ?

বিরোধী দলনেতা সংক্রান্ত মামলায় প্রশ্ন হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বরঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নির্বাচন ঘিরে দায়ের হওয়া মামলার পরবর্তী আইনি শুনানি মঙ্গলবার হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টে। এদিনের শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও আইনি যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, বিচারপতি পুরো প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা এবং স্পিকারের পদক্ষেপ নিয়ে একাধিক অত্যন্ত কঠিন ও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুলেছেন, যা এই মামলার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে এক বিরাট মোড় এনে দিয়েছে। কালীঘাট শিবিরের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অন্যদিকে 'বিদ্রোহী' শিবিরের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কে হবেন তা নিয়ে আইনি লড়াই এখনও অব্যাহত। গত শুনানিতেই প্রবীণ বিধায়ককে (শোভনদেব) নিয়ে কেন 'ছেলেখেলা' করা হচ্ছে, তা নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেন বিচারপতি। এরপর সোমবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে আরও প্রশ্ন ওঠে। আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিল্বদল ভট্টাচার্য তাঁর কাছে থাকা তথ্য পেশ করে জানান যে মূলত নির্বাচিত বিধায়কদের নিয়েই ওই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে গত ১৫ মে-র আগে স্পিকার বা বিধানসভার অধ্যক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ না করায় সমস্ত প্রশাসনিক বা সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর মতে, স্পিকারের মতো সাংবিধানিক পদকে সম্পূর্ণ বাইপাস করে বা এড়িয়ে কখনো নতুন বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করা



আইনগতভাবে সম্ভবপর নয়। তিনি জানান যে ১৫ মে স্পিকার নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ১৯ থেকে ২৪ মে তারিখের মধ্যে তিনি কলকাতার বাইরে সরকারি কাজে ছিলেন। এএজি আরও জানান যে, গত ৬ মে তারিখের একটি সই করা রেজিলিউশন বা প্রস্তাব ১৯ মে স্পিকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকেও স্পিকারের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়, যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে এফআইআর দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এএজি-র এই সমস্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন যে, ২৫ মে থেকে ১ জুন তারিখের দীর্ঘ সময় ধরে স্পিকার কেন সম্পূর্ণ চুপচাপ বসে রইলেন? হঠাৎ করে ৫৪ জন বিধায়ক তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি কী কারণে ৭৮ জন বিধায়কের মতামতের ওপর কোনও গুরুত্ব না দিয়ে মাত্র ৫৬ জনের সমর্থনকেই গ্রহণ করে নিলেন? আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ ছিল যে স্পিকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ। ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অপর পক্ষের বক্তব্য বা যুক্তি শোনার কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা, সেটাই এই মামলার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় ও মূল প্রশ্ন হিসেবে সামনে আসছে। বিচারপতি আরও জানতে চান যে গত ৯ মে তারিখে চিঠি পাঠানোর পরও স্পিকার কেন হঠাৎ করে ২৭ মে তারিখে নতুন করে রেজিলিউশন বা প্রস্তাব চেয়ে পাঠালেন? সেটিও কি তবে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য বা আপত্তি শোনার পরেই চাওয়া হয়েছিল? এই প্রেক্ষাপটে 'দল' বা 'পার্টি' বলতে আসলে ঠিক কী

● এরপর ৬ পাতায়...

বার্ণপুরে দামোদর নদীর ঘাটে ছটপুজোয় অংশ নিলেন অগ্নিমিত্রা, সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন



আসানসোল, ১৬ নভেম্বরঃ ছটপুজোর অন্তিম দিনে সোমবার উৎসবের আমেজে মেতে উঠল গোটা আসানসোল শিল্পাঞ্চল। এদিন সকালে বার্ণপুরের নেহরু পার্কের পিছনে অবস্থিত দামোদর নদীর ঘাটে আয়োজিত ছটপুজোর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ছটব্রতী ও পুণ্যার্থীদের সঙ্গে নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়ে পবিত্র দামোদর নদে উদীয়মান সূর্যদেবের উদ্দেশে 'উষা অর্ঘ্য' নিবেদন করেন তিনি।ছটপুজোর ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে শামিল হয়ে রাজ্য ও দেশবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় সূর্যদেব ও ছঠি মাইয়ার কাছে প্রার্থনা জানান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ঘাটে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভক্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উসবের আবহ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এদিন ভোর থেকেই বার্ণপুরের দামোদর নদীর ঘাটে অসংখ্য ছটব্রতী ও পুণ্যার্থীর উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা ছটপুজোর যাবতীয় আচার পালন করেন। উল্লেখ্য, ছটপুজো উপলক্ষে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন নদী ও জলাশয়ের ঘাটগুলিতে প্রশাসনের তরফে বিশেষ নিরাপত্তা ও আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন বার্ণপুর সহ গোটা শিল্পাঞ্চলজুড়ে উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে।

কানপুরের আবাসনে আগুন, মৃত মহিলা ও নাবালক

কানপুর, ১৬ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের কানপুরে ফিল্ডখানা থানা এলাকার পটনাপুরের 'রাধিকা অ্যাপার্টমেন্ট' আবাসনে সোমবার ভোরে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে ৪৫ বছর বয়সি এক মহিলা ও ১৬ বছরের এক নাবালকের মৃত্যু হয়েছে। আগুনে ঝলসে গুরুতর জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। জখমদের কানপুরের উরসুলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ আগুন লাগে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে দমকলের অনুমান।সিএফও দীপক শর্মা

আলেকজান্ডার যাভেরেভ জোডারকে হারিয়ে ২০২৬ এটিপি ফাইনালস অভিযান শুরু করেছেন



তুরিন, ১৬ নভেম্বর ঃ কেরিয়ারের সেরা বছরটিকে আরেকটি বড় শিরোপা দিয়ে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে, শীর্ষ র‍্যাঙ্কিংধারী আলেকজান্ডার জাভারেভ রবিবার নবাগত রাফায়েল জোডারের বিপক্ষে ৬-৪, ৬-৪ গেমে জয়লাভ করে এটিপি ফাইনালস অভিযানের সূচনা করেছেন।জাভারেভ এই বছর তার প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জিতেছেন এবং প্রথমবারের মতো এক নম্বর র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছেন। ২০১৮ এবং ২০২১ সালে মরসুমের শেষ টুর্নামেন্টটি জেতার পর, তিনি ফাইনালে তার তৃতীয় শিরোপার লক্ষ্য রয়েছেন। আমার জন্য বছরটা খুব ভালো কেটেছে। আমি যা যা অর্জন করতে চেয়েছিলাম, তার অনেক কিছুই এই বছর অর্জন করেছি, জভেরেভ বলেছেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল রুলস অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সস্ত্রীক উদীয়মান সূর্যকে 'অর্ঘ্য'নিবেদন নিতিন নবীনের, দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা

পাটনা, ১৬ নভেম্বর ঃ মহাপর্ব ছট পুজোর চতুর্থ তথা অন্তিম দিনে সোমবার সকালে বিহারের রাজধানী পাটনায় ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে উদীয়মান সূর্যদেবকে ' অর্ঘ্য'নিবেদন করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। এদিন তাঁর সঙ্গে স্ত্রী দীপমালাও ছট পুজোর আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ছঠি মাইয়ার কাছে দেশ ও রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা জানান।পুজো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন বলেন, আমি বিহারবাসী এবং সমগ্র দেশবাসীর জন্য প্রার্থনা করি, প্রত্যেকের জীবনে যেন সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ কেবল উন্নয়নের পথেই এগিয়ে যাচ্ছে না, বরং নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেও বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছে। বিহারের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই উৎসব প্রতি বছর বিপুল শক্তি ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়, যা শৃঙ্খলা, পবিত্রতা, শুদ্ধতা এবং পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারকে মূর্ত করে তোলে। আমি আবারও ভগবান ভাস্কর (সূর্যদেব) এবং ছঠি মাইয়াকে আমার প্রণাম জানাই এবং প্রার্থনা করি যে তাঁরা যেন সারা বছর কাজ করার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করেন।আসন্ন ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নিতিন তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে যখন কেউ ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তখন তা আন্তরিক ও পবিত্র হৃদয়ে করা উচিত। প্রায়ই বলা হয় যে 'কর্ম' এবং 'ধর্ম' আলাদা তবুও 'ধর্ম' ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি ও প্রেরণা জোগায়, আর 'কর্ম' তার ফল এনে দেয়। তাই আমার 'ধর্ম' পালন সম্পন্ন হয়েছে, এবার আমি আমার 'কর্ম'-এ মনোনিবেশ করব। অন্যদিকে উদীয়মান সূর্যদেবকে ' অর্ঘ্য' নিবেদনের মধ্য দিয়ে সোমবার চার দিনব্যাপী ছট মহাপর্বের পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটল। এই শুভ উপলক্ষ্যে দেশের সকল ব্রতী এবং দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ' একটি বিশেষ বার্তা পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর টুইটে লিখেছেন, উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে মহাপর্ব ছটের চার দিনব্যাপী আচার-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হলো। প্রকৃতির প্রতি নিবেদিত এই দিব্য উৎসবে দৃঢ় সংকল্প এবং আধ্যাত্মিক সাধনার এক অপূর্ব সঙ্গম দেখা গিয়েছে। আমি ছঠি মাইয়ার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ব্রত পালনকারী সমস্ত ভক্ত এবং দেশজুড়ে থাকা আমার পরিবারের সকল সদস্যের ওপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।উল্লেখ্য, ' নহায়-খায়'এবং ' খরনা'ব্রতের পর রবিবার অস্তগামী সূর্যকে সন্ধ্যা অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন পুণ্যার্থীরা। সোমবার ভোরে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে ব্রতীদের ৩৬ ঘণ্টার কঠোর নির্জলা উপবাসের সমাপ্তি ঘটল।

জগদ্ধাত্রী পুজোর সপ্তমীতে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর



কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজোর মহাসপ্তমী উপলক্ষে সোমবার সকালে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সামাজিক মাধ্যম ' এক বিশেষ বার্তা ভাগ করে তিনি দেবী জগদ্ধাত্রীর কাছে সকলের জীবনের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও আনন্দ কামনা করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজোর মহাসপ্তমীর পুণ্য লগ্নে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মঙ্গলকামনা। মা জগদ্ধাত্রীর আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও আনন্দে ভরে উঠুক। 'জয় মা জগদ্ধাত্রী' ধ্বনি দিয়ে তিনি তাঁর বার্তাটি শেষ করেন। উল্লেখ্য, জগদ্ধাত্রী পুজো বাংলার প্রাচীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর স্মার্ত পণ্ডিত শূলপাণির ' কালবিবেক'গ্রন্থে এই পুজোর ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পুজো ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর হাত ধরেই এই পুজোর প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে ইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে।বর্তমানে হুগলি জেলার চন্দননগর এবং নদিয়ার কৃষ্ণনগর জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রধান কেন্দ্র হিসেবে সমাদৃত। বিশেষ করে চন্দননগর তার সুবিশাল প্রতিমা ও নজরকাড়া আলোকসজ্জার জন্য বিশ্বজুড়ে খ্যাত। এছাড়াও বাঁকুড়ার জয়রামবাটীতে মা সারদা দেবীর স্মৃতিবিজড়িত জগদ্ধাত্রী পুজোর ঐতিহ্যও বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে।

শ্রীনগরে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

শ্রীনগর, ১৬ নভেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে ঘটলো এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার, জাকুরা পেট্রোল পাম্পের কাছে। একটি বেপরোয়া গতির গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। তবে এখনও পর্যন্ত ওই মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। দুর্ঘটনার পর পলাতক গাড়ি চালক।এদিন ওই পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, ওই বেপরোয়া গতির গাড়িটি তাকে সজোরে ধাক্কা মারে এবং সে ছিটকে রাস্তার ধারে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর ওই ব্যক্তিকে

পুণেতে অজিত পাওয়ারের মূর্তি উন্মোচন করলেন অমিত শাহ

পুণে, ১৬ নভেম্বর ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার তাঁর দু'দিনের পুণে সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রয়াত অজিত পাওয়ারের মূর্তির উন্মোচন করেন। পুণে জেলা পরিষদে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে সহ ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ নেতা ও মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পুণে জেলা পরিষদ চত্বরে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে পুণে জেলা পরিষদের প্রধান প্রবেশদ্বারটির নামকরণও অজিত পাওয়ারের নামে করা হয়।এই অনুষ্ঠানে শরদ পাওয়ারের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে জানা গেছে। তাঁর পরিবর্তে অনুষ্ঠানে অংশ নেন সাংসদ সুপ্রয়া সুলে। মূর্তি উন্মোচন ছাড়াও অজিত পাওয়ারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নেহেরু মেমোরিয়াল হলে একটি সংক্ষিপ্ত সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা প্রয়াত নেতার রাজনৈতিক অবদানকে স্মরণ করেন। বিশ্লেষকদের মতে, এই অনুষ্ঠান কেবল একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বর্তমান মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে। মহারাষ্ট্রের রাজনীতির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে এটিকে মনে করা হচ্ছে।

ভাদনগরের বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞে যোগ দেবেন ওম বিড়লা



নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর ঃ বুধবার গুজরাটের ভাদনগরের ঐতিহাসিক হাটকেশ্বর মহাদেব মন্দিরে আযোজিত বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করবেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। হাটকেশ্বর মহাদেব মন্দিরে আয়োজিত বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল ১১ নভেম্বর থেকে এবং শেষ হবে শুক্রবার ।লোকসভা সচিবালয়ের তরফ থেকে এদিন জানানো হয়েছে, বিশ্ব শান্তি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ১০ দিনব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে এই মহাযজ্ঞের। কাঞ্চি কামকোটি পীঠাধিপতি জগদ্গুরু শঙ্কর বিজয়েন্দ্র সরস্বতী স্বামীগলের মার্গদর্শন ও সান্নিধ্যে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মহাযজ্ঞে প্রতিদিনই পালিত হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১৪৪ জন বৈদিক পণ্ডিত ও ভক্ত।

টানা দ্বিতীয়বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইসিসি সভাপতি নিযুক্ত জয় শাহ, বোর্ডের পূর্ণ আস্থা

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) জয় শাহকে টানা দ্বিতীযবারের জন্য সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছে। বালিতে অনুষ্ঠিত আইসিসি বোর্ডের বৈঠকে ডিরেক্টরদের প্রস্তাবের পর শাহকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিশ্ব ক্রিকেটের নেতৃত্বে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। আইসিসি বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত শাহের নেতৃত্বের প্রতি তাদের গভীর আস্থারই প্রতিফলন। ক্রিকেটের বিশ্বব্যাপী বিস্তার, দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক বিকাশের নিরিখে এটি খেলার জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক-২০২৮-এর প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্রিকেট। এর পাশাপাশি আইসিসি টুর্নামেন্ট গুলির দীর্ঘমেয়াদী সূচির সম্প্রসারণও ঘোষণা করেছে, যার ফলে আরও বেশি সংখ্যক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ ও বিকাশের সুযোগ পাবেন।বোর্ড ক্রিকেটের ভিত্তি মজবুত করা, মহিলা ক্রিকেটের প্রসারে সহাযতা করা, অ্যাসোসিয়েট সদস্যদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা এবং খেলার দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যতের জন্য সুস্থায়ী বাণিজ্যিক সুযোগ তৈরি করার প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হওয়ার পর জয় শাহ আইসিসি-র বিবৃতিতে বলেন, আইসিসি বোর্ড আমার ওপর যে আস্থা রেখেছে, তাতে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। সমস্ত ডিরেক্টরের নিরন্তর বিশ্বাস ও সমর্থনের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আইসিসি সভাপতি হিসেবে কাজ করা আমার কাছে সম্মানের পাশাপাশি একটি বড় দাযিত্বও বটে। আমি বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সদস্যদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের খেলার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর পর্যায়ে প্রবেশ করছি। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক-২০২৮-এ ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন আমাদের খেলাকে নতুন দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এবং খেলোয়াড় ও সমর্থকদের নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার এক অসাধারণ সুযোগ। শাহ বলেন, আমাদের দাযিত্ব কেবল সফল প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের সমর্থক, খেলোয়াড়, বাণিজ্যিক অংশীদার এবং অন্যান্য প্রধান অংশীদারদের কথা মাথায় রেখে খেলার জন্য আরও শক্তিশালী এবং সুস্থায়ী ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। আমি সবসময় বিশ্বাস করি, মানুষকে একত্রিত করার ক্ষমতাই ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় শক্তি। বোর্ড এবং আমাদের সদস্যদের সমর্থনে আমাদের মূল লক্ষ্য হবে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব পদক্ষেপে রূপান্তরিত করা এবং এমন অগ্রগতি নিশ্চিত করা, যার সুফল আগামী প্রজন্মও লাভ করতে পারে।ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি রিচার্ড থম্পসন শাহের পুনর্নিয়োগে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জয়ের নেতৃত্ব এমন এক সময়ে অব্যাহত থাকবে, যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। খেলাটি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক সূচিকে শক্তিশালী করা, দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেটের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মান বজায় রাখা এবং বড় প্রতিযোগিতাগুলিকে খেলার ভবিষ্যতের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা অত্যন্ত জরুরি।তিনি বলেন, আগামী বছরগুলিতে ক্রিকেটের ঐতিহ্য এবং উদ্ভাবন, নতুন দর্শক এবং পরিবর্তনশীল বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপট থেকে প্রাপ্ত সুযোগগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। সদস্যদের একত্রিত করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ নির্ধারণ এবং একে সুস্থায়ী করে তোলার ক্ষেত্রে আইসিসি-র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি জয়কে তাঁর পুনর্নিয়োগের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং খেলার এই গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ও অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি। আইসিসি-র স্বতন্ত্র ডিরেক্টর ডঃ রস রিভাজ বলেন, আমি জয়কে আইসিসি সভাপতি হিসেবে পুনরায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাই। তাঁর নেতৃত্ব মহিলা ক্রিকেটের বিকাশকে আরও মজবুত করার এবং একে আইসিসি-র দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে ধরে রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।তিনি বলেন, মহিলা ক্রিকেট বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত গতি পাচ্ছে, কিন্তু আমাদের সেইসব খেলোয়াড়দের প্রতিও নিজেদের দাযিত্ব বুঝতে হবে, যাঁদের খেলার সুযোগ ব্যাহত হয়েছে। জয়ের নেতৃত্বে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলা ক্রিকেটারদের সমর্থন জোগানোর প্রচেষ্টাকেও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এই প্রতিশ্রুতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মহিলাদের খেলার সঙ্গে যুক্ত থাকার ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নতুন পথ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।আইসিসি-র সহ-সভাপতি এবং জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটের সভাপতি তাভেঙ্গোয়া মুকুহলানি বলেন, জয় শক্তিশালী নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং ক্রিকেটের ভবিষ্যতের জন্য এক অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর সমস্ত সদস্যকে ঐক্যবদ্ধ করার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এই সত্যকে স্বীকৃতি দেয় যে আমাদের খেলার শক্তি সমস্ত সদস্যের সম্মিলিত অবদানের মধ্যেই নিহিত। আইসিসি-র সিদ্ধান্তগুলি বিশ্ব ক্রিকেটের স্বার্থেই হওয়া উচিত।তিনি আরও বলেন, আফ্রিকার একজন সদস্য হিসেবে আমি আসন্ন সুযোগগুলি নিয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত। ২০২৭ সালে অনুষ্ঠিত হতে চলা আইসিসি পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ এই মহাদেশে নতুন দর্শকদের কাছে খেলাটিকে পৌঁছে দেবে। এটি আফ্রিকান ক্রিকেটের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ, যা এই অঞ্চলে খেলার বিকাশের ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের ডিরেক্টর রজার টোয়েস বলেন, জয়ের পুনর্নিয়োগ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ধারাবাহিকতা এবং নেতৃত্ব প্রদান করবে। খেলার ভবিষ্য নির্ভর করবে সদস্যরা সম্মিলিতভাবে কতটা কাজ করছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে কতটা শক্তিশালী করছেন এবং সমস্ত ফরম্যাট ও বাজারে খেলার জনপ্রিয়তা কীভাবে বজায় রাখছেন তার ওপর। তিনি বলেন, নিউজিল্যান্ড সবসময় শক্তিশালী এবং সুস্থায়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে এসেছে। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক-২০২৮-এ ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন সহ আসন্ন বড় প্রতিযোগিতাগুলির দিকে তাকিয়ে আমাদের খেলার বিশ্বব্যাপী বিকাশের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেই সঙ্গে সেইসব ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে, যা ক্রিকেটকে অনন্য করে তোলে।আইসিসি অ্যাসোসিয়েট সদস্য সভাপতি গুরুমূর্তি পালানি বলেন, ক্রিকেটকে প্রকৃত অর্থে বিশ্বব্যাপী খেলায় পরিণত করতে বিকাশের প্রতিটি স্তরে সদস্যদের অর্থবহ সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। অ্যাসোসিয়েট সদস্যদের ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো উচ্চস্তরের প্রতিযোগিতায় আরও ভালো সুযোগ, বিকাশের শক্তিশালী পথ এবং সুস্থায়ী ক্রিকেট পরিকাঠামো তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ। আমি জয় শাহকে তাঁর নতুন মেয়াদের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি যে তাঁর ও বোর্ডের সঙ্গে একযোগে কাজ করে ক্রিকেটের বিশ্বব্যাপী বিস্তারকে সমস্ত সদস্যের জন্য বাস্তব সুযোগে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাব।

রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের কোনও বাস্তব ভিত্তি থাকে নাঃদিলীপ ঘোষ



কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রকাশ্য বিতর্কের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে তীব্র কটাক্ষ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে নিউটাউনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, দেশের রাজনীতিতে টিকে থাকা এবং নিজের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার তাগিদেই রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে এই ধরনের অবাস্তব ও ভিত্তিহীন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে থাকেন।রাহুল গান্ধীর বিতর্কের আহ্বানের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, রাহুল গান্ধী রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকার জন্যই এই ধরনের মন্তব্য ও বয়ান দিয়ে থাকেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কোনও গভীরতা বা বাস্তব ভিত্তি থাকে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন বিশ্বমানের ও সফল নেতার নাম টেনে এনে খবরে টিকে থাকার চেষ্টাই কেবল রাহুল গান্ধীর একমাত্র রাজনৈতিক কৌশল।উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় ও নীতিগত ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেঃদ্র মোদীর মুখোমুখি উন্মুক্ত বিতর্কে বসার জন্য চ্যালেঞ্জ জানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই কা। পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে বিরোধীদের এই ধরনের প্রচারমুখী কৌশলকে কটাক্ষ করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

ছটপুজোর ভোরে গঙ্গায় ডুবন্ত কুকুরকে উদ্ধার ইন্দ্রনীলের, মানবিকতায় মন জয়



কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ ছটপুজোর অন্তিম দিনে সোমবার ভোরে কলকাতার বাবুঘাটে গঙ্গায় ডুবতে থাকা একটি কুকুরকে উদ্ধার করে মানবিকতার অনন্য নজির গড়লেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ হন্দ্রদ্রনীল খাঁ। এদিন ভোরে ছটপুজোর সার্বিক ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি পরিদর্শনে বাবুঘাটে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় গঙ্গার জলে একটি কুকুরকে হাবুডুবু খেতে ও ডুবে যেতে দেখে দ্রুত সেটিকে উদ্ধারের উদ্যোগ নেন মন্ত্রী।পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিন্দুমাত্র দেরি না করে তিনি তক্ষণা ঘটনাস্থলে মোতায়েন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-কে খবর দেন এবং দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। মন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই এনডিআরএফের কর্মীরা তড়িঘড়ি জলে নেমে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে কুকুরটিকে উদ্ধার করেন। বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টার পর অবলা প্রাণীটিকে নিরাপদে ঘাটে তুলে আনা সম্ভব হয়। জল থেকে তোলার পর ঠান্ডায় কাঁপতে থাকা কুকুরটিকে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা দেওয়ার পাশাপাশি তার জন্য খাবারেরও ব্যবস্থা করেন ক্রীড়ামন্ত্রী। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ধীরে ধীরে কুকুরটির শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। কুকুরটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘটনাস্থল ছেড়ে যাননি মন্ত্রী।ছটপুজোর মতো ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তদারকির মাঝেও একটি অবলা প্রাণের জীবন বাঁচাতে মন্ত্রীর এই তপরতা ও সংবেদনশীলতা ঘাটে উপস্থিত পুণ্যার্থী ও সাধারণ মানুষের নজর কাড়ে। তাঁর এই মানবিক উদ্যোগের ভূযসী প্রশংসা করেছেন সকলেই। উৎসবের আবহে এই ঘটনা মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

পরিচ্ছন্নতা থেকেই সুস্বাস্থ্যের সূচনা হয়ঃইন্দ্রনীল খাঁ



কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ মহাপর্ব ছট পুজোর সমাপ্তির পর কলকাতার গঙ্গার ঘাট ও নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। সোমবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি পুজোর আচার-অনুষ্ঠান পালনের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় স

শহর ও শহরতলী

‘এখন হলে এখনই বিচার হত, এনকাউন্টারই ঠিক’, ১৩ বছর পরও স্বামীর খুনের বিচার না পেয়ে বিস্ফোরক তাপস চৌধুরীর স্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ২০১৩ সালে গার্ডেনরিচে দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর তাপস চৌধুরী। দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে ১৩টি বছর। কিন্তু এখনও স্বামীর মৃত্যুর সুবিচার পাননি বলে অভিযোগ তাঁর স্ত্রী মিনতি চৌধুরীর। মামলার অভিযুক্তরা সকলেই জামিনে মুক্ত হয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে দাবি তাঁর। সম্প্রতি বীরভূমে পুলিশের গুলিতে অভিযুক্ত দুষ্কৃতী রতন শেখের মৃত্যুর ঘটনার পরই ফের সরব হয়েছেন মিনতি। তাঁর বক্তব্য, ধর্ষক ও খুনিদের ক্ষেত্রে এমনই কঠোর পদক্ষেপ করা উচিত। দীর্ঘদিন ধরে বিচার না পাওয়ার আক্ষেপ থেকেই পুলিশের এনকাউঃটার নীতির পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ১৩ বছর আগে এই ব্যবস্থা চালু থাকলে হয়তো স্বামীর মৃত্যুর বিচার এতদিনে পেয়ে যেতেন। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। সেদিন গার্ডেনরিচের হরিমোহন ঘোষ কলেজে ছাত্র সংসদের মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেংদ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। ক্রমে পরিস্থিতি সংঘর্ষের চেহারা নেয়। গোলমাল থামাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর তাপস চৌধুরী। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে গিয়েই দুষ্কৃতীদের গুলির শিকার হন তিনি। অভিযোগ, খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন তাপস। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এই হত্যাকাণ্ডে মূল



অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে শেখ সুহানের নাম। সে তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিল বলে জানা যায়। ঘটনার সময় ক্যামেরায় তাপস চৌধুরীকে গুলি করার দৃশ্যও ধরা পড়েছিল বলে অভিযোগ। পরে মূল অভিযুক্ত-সহ মোট চার জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সকলেই জামিনে মুক্তি পান। এরপর দীর্ঘ ১৩ বছর পেরিয়ে গেলেও বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে তাপসের পরিবারের। সম্প্রতি বীরভূমে পুলিশি অভিযানে দুষ্কৃতী রতন শেখের মৃত্যুর ঘটনা নতুন করে আলোচনায় এসেছে। অভিযোগ, এক কনস্টেবল বিশ্বজি দাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল রতন। পুলিশের দাবি, সেই ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল সে। রবিবার তাকে গ্রেপ্তার করার পর অস্ত্র উদ্ধারের জন্য এলাকার একটি ইটভাটায় নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র দিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পালটা গুলি চালালে মৃত্যু হয় রতনের। এই ঘটনার পরই নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মিনতি চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, পুলিশের উপর হামলা চালানো কিংবা খুনের মতো অপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ধর্ষক ও খুনিদের জেলে রেখে দীর্ঘদিন সরকারি খরচে খাওয়ানো-পরানোর পরিবর্তে এমন পদক্ষেপের পক্ষেই মত তাঁর। তবে তাঁর এই বক্তব্য মূলত দীর্ঘদিন বিচার না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকেই উঠে এসেছে বলে মনে করছেন অনেকে। মিনতির কথায়, ১৩ বছর হয়ে গিয়েছে। এখনও স্বামীর মৃত্যুর বিচার পাইনি। নতুন সরকার যে নীতি (জমা-খরচ) চালু করেছে, তা আজ থেকে ১৩ বছর আগে চালু হলে ভালো হত। তাহলে আমার স্বামীর বিচার তখনই পাওয়া যেত। এই মুহূর্তে এই ঘটনা ঘটলে এখনই বিচার পেতাম। জেলে বসে খাওয়ানোর থেকে ধরে এনকাউঃটার করে দেওয়া হচ্ছে। খুব ভালো হচ্ছে। আমি খুব খুশি। শুধু বিচার না পাওয়ার আক্ষেপ নয়, ঘটনার দিন পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাপসের স্ত্রী। তাঁর দাবি, স্বামী যখন সংঘর্ষের পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর হাতে রিভলভার ছিল না। অথচ যাঁদের কাছে অস্ত্র থাকার কথা, তাঁদের হাতে অস্ত্র ছিল না এবং দুষ্কৃতীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রের ছড়াছড়ি ছিল। এই বৈষম্য নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। মিনতির কথায়, রিভলভার না নিয়েই তিনি সংঘর্ষের ঘটনা প্রতিহত করতে গিয়েছিলেন। যাঁদের হাতে রিভলভার থাকার কথা, তাঁদের হাতে ছিল না। আর দুষ্কৃতীদের হাতে রিভলভারের ছড়াছড়ি। পুলিশ গুলি চালালে সাসপেন্ড, আর দুষ্কৃতীদের বেলায় সাত খুন মাফ। তাপস চৌধুরীর মৃত্যুর পর এতগুলো বছর কেটে গেলেও পরিবারের মনে জমে রয়েছে একাধিক প্রশ্ন। অভিযুক্তরা জামিনে মুক্ত, অথচ বিচার নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি-এই পরিস্থিতিতে মামলার ফাইল নতুন করে খোলার দাবি জানিয়েছেন মিনতি। তাঁর মতে, অপরাধের দ্রুত বিচার এবং পুলিশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

তবে এনকাউঃটার কোনও বিচারিক প্রক্রিয়ার বিকল্প নয়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশের গুলি চালানোর দাবি থাকলেও প্রতিটি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং আইনি পর্যালোচনা প্রয়োজন। অন্যদিকে, দীর্ঘ বিচারবিলম্ব যে নিহত পুলিশকর্মীর পরিবারের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি করতে পারে, মিনতি চৌধুরীর বক্তব্যে তা ফের সামনে এল। ১৩ বছর পরও তাঁর একটাই প্রশ্ন-স্বামীর মৃত্যুর বিচার কবে পাবেন তিনি?

৯০ বছরে মহাপ্রয়াণ স্বামী ভজনানন্দজীর, সঙ্ঘের এক অপূরণীয় ক্ষতি শোকবার্তা বেলুড় মঠের

সুমন আদক,কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ ৯০ বছরে মহাপ্রয়াণ স্বামী ভজনানন্দজীর, সঙ্ঘের এক অপূরণীয় ক্ষতি শোকবার্তা বেলুড় মঠের, শোকজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর। মঠ সূত্রে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে, ’রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) পূজনীয় স্বামী ভজনানন্দজী (বিশ্বনাথন মহারাজ) ১৬ই নভেম্বর ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.১৩ মিনিটে আমাদের বৃন্দাবন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। স্বামী ভজনানন্দজীর জন্ম কেরালার এর্নাকুলাম জেলায় ১লা জুলাই ১৯৩৬। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৎকালীন সহাধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৬১ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন ব্যাঙ্গালুরু মঠে। ১৯৭১ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে পর্যন্ত তিনি ব্যাঙ্গালুরু মঠে সাধন-ভজন, অধ্যয়ন ও সেবাকাজে নিরত ছিলেন। আঠ বছর তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইংরাজী মুখপত্র ‘ ভারত’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯০ সালে ভজনানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদের সদস্য ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৯২-র এপ্রিল থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বামী ভজনানন্দজী ২০২২-র এপ্রিলে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন। এ ছাড়াও বিগত তিন দশক ধরে তিনি বেলুড় মঠে অবস্থিত ব্রহ্মচারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধ্যাপনারত ছিলেন। মূলতঃ পাতঞ্জল যোগদর্শন, বেদান্ত দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ইংরাজীতে কয়েকটি মননশীল গ্রন্থের রচনা করেন



ভজনানন্দজী। এর মধ্যে উল্লেখ্যঃ The Light of the Modern World, Yoga of Meditation and Youth Power and the Power of Ideas. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি The Complete Works of Swami Vivekananda গ্রন্থাবলীর পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশনার বিষয়ে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেছেন। স্বামী ভজনানন্দজীর অসাধারণ মেধা,পাণ্ডিত্য, মননশীলতা, জ্ঞানস্পৃহা ও ত্যাগ-তপস্যাময় অনাড়ম্বর জীবনের জন্য তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর মহাপ্রয়াণে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল।’ এদিকে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি শ্রীম স্বামী ভজনানঃদ মহারাজের মহাপ্রয়াণে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক শোকবার্তায় তিনি লিখেছেন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি পরমপূজ্য শ্রীম স্বামী ভজনানন্দ মহারাজ আজ ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের চরণে লীন হয়েছেন। আমি তাঁর মহাপ্রয়াণে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর জীবন, আধ্যাত্মিক সাধনা, ত্যাগ ও মানবসেবার আদর্শ অগণিত মানুষের কাছে চিরকাল প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। মহারাজের পবিত্র আত্মা পরম করুণাময় ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণে চিরশান্তি লাভ করুক এই প্রার্থনা করি। শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, মহারাজের অসংখ্য ভক্ত, অনুরাগী ও শিষ্যদের এই গভীর শোক সহ্য করার শক্তি দিন।ওঁ শান্তি।

মালদা টাউন ও শাকুরবস্তির মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ ছট পূজা উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেল মালদা টাউন ও শাকুরবস্তির মধ্যে একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৩৪৫৭ মালদা টাউন - শাকুরবস্তির বিশেষ ট্রেনটি ১৮.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১০,০০টায় মালদা টাউন থেকে ছেড়ে পরদিন বিকেল ৫,০০টায় শাকুরবস্তিতে পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৩৪৫৮ শাকুরবস্তী - মালদা টাউন বিশেষ ট্রেনটি ১৯.১১.২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৬,৫০টায় শাকুরবস্তী থেকে ছেড়ে তৃতীয় দিন রাত ১,৪৫টায় মালদা টাউনে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি পূর্ব রেলের আওতাধীন নিউ ফরাক্কা, বরহারওয়া, সাহেবগঞ্জ, কাহেলগাঁও, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর ও অভয়পুর স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার শ্রেণি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা থাকবে। উক্ত বিশেষ ট্রেনটির বুকিং শুরুর তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।



হরিপালে ছটপুজো উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ বিশেষ অনুষ্ঠানের আযোজেন করা হয়। ছবি বিনয় সিংহ রায়।

মাছের ভেঁড়ির বিঘা প্রতি ১০০ টাকা চাঁদা! না দিতে পারায় আলাঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ হাসনাবাদে

হাসনাবাদ ,১৬ নভেম্বর ঃ বিঘা প্রতি ১০০ টাকা কালীপুজোর চাঁদা না দেওয়ায় মাছের ভিড়ির আলা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ, পুরো আলা ঘর আগুনে পুড়ে ছাই, নষ্ট মাছের খাবার, মাছ ধরার বিভিন্ন ধরনের জাল, সহ মাছের ভেড়িতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী। ঘটনাটি হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার হাসনাবাদ থানার ভবানীপুর ২ এর বেদেমারি এলাকার । রবিবার গভীর রাতে এখানকার মস্য চাষী অরুণ নাযেক্ এর মাছের ভেড়ির আলা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা মৎস্য চাষী অরুণ নাযকের অভিযোগ-কালীপুজোর চাঁদা বাবদ ভেঁড়ির বিঘা প্রতি ১০০ টাকা চাঁদা ধার্য করা হয়,তার ২০ বিঘা জমিতে দু হাজার টাকা ধার্য হয়,সে জানায় এবছর মাছ চাষ ভালো হয়নি,অত টাকা দিতে পারবে না,কিছু টাকা দেবে। সকালে এই বিষয়ে সহমত হলেও রাতে তার বাড়িতে এসে অশালীন কথাবার্তা বলার পাশাপাশি এবং তার মাছের ভেড়িতে গিয়ে আলা ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়.বলেই তার অভিযোগ। বিজেপি কর্মী - ভবতোষ রায় লিপ্টন ভূঁইয়া দের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার। আর এই বিষয়ে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিজেপির বিদাযিকা রেখা পাত্র বলেন- যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই ভবতোষ রায.ও লিপ্টন ভূঁইয়া এরা ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের যেদিন রেজাল্ট বেরোয.সেই ৪ তারিখের পরে বিজেপি হয়ে.গেছে । এরা তৃণমূল করত । এদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে । বিজেপির নাম করে যারা তোলাবাজি করবে বিজেপির বদনাম করবে তাদের কোনরকমে ছাড় নেই ।তিনি বলেন বিজেপির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো বিষয়টি নিয়ে যাতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে । তিনি আরও বলেন, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যদি কোন রকম ব্যবস্থা না করে তাহলে তিনি নিজেই হাসনাবাদ থানায় এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবেন।

মাছের ব্যবসার আড়ালে ফেনসিডিল পাচারের ব্যবসা

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাসনাবাদ, ১৬ নভেম্বর ঃ গোপন খবরেরর ভিত্তিতে পুলিশ ও বিএসএফ এর যৌথ অভিযান। মাছের পেটিতে করে রাখা গোডাউন ভর্তি কোটি টাকার বেশি ফেনসিডিল উদ্ধার হাসনাবাদে , পাচারকারী পলাতক। হাসনাবাদ থানার বকুলতলা এলাকার ঘটনা । এখানকারই বাসিন্দা মোমেন মোল্লা বহুদিন ধরেই মাছের ভেড়ি এবং মাছের মিন সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে । এবং সেই ব্যবসার আড়ালেই মাছের মিন সাপ্লাইতে ব্যবহৃত থার্মোকলের পেটিতে করে ফেনসিডিল পাচার করত বলেই অভিযোগ। সূত্র মাধ্যমে খবর পেয়ে বিএসএফ, হাসনাবাদ থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে. যৌথ অভিযান চালায. বকুলতলা এলাকায় । সেখানেই একটি গোডাউনে তল্লাশি করে আনুমানিক কোটি টাকার মূল্যর ফেন্সিডিল উদ্ধার হয় । থার্মোকলের পেটির ভেতরে করে সব ফেনসিডিল প্যাকিং করা ছিল। উপর থেকে দেখলে মনে হবে মাছের মিন ভর্তি পেটি। প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায় পুলিশ ও বিএসএফ জওয়ানরা।

বাড়ি বাড়ি বই বিলি সিপিএমের,পুরভোটের জমি তৈরি করছে আলিমুদ্দিন?

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর সময় বামেদের বইয়ের স্টল ভাঙচুর ও বই পোড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর কম হয়নি। এই আবহে এবার সরাসরি জনসংযোগের নতুন কৌশল নিয়েছে সিপিএম। ‘ঘরে ঘরে বুক স্টল’ বা ‘দুয়ারে বুক স্টল’ কর্মসূচির মাধ্যমে বই হাতে মানুষের বাড়ি বাড়ি ও দোকানে পৌঁছে যান বাম নেতাকর্মীরা। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটি বাজারে বই হাতে প্রচারে নামেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। বাজারের বিভিন্ন দোকান ও পাড়ায় ঘুরে সাধারণ মানুষের হাতে বই তুলে দেন। তাঁর দাবি, হামলা ও বাধার মুখে পড়েও এবারের পুজোয.তাঁদের স্টল থেকে মোট ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি। তিনি বলেন, স্টল ভেঙে বা বই পুড়িয়ে.মানুষের পড়ার খিদে ও চেতনা রোখা যাবে না। বরং লাঠি বা অস্ত্রের বিরুদ্ধে বই ও মানুষের সচেতনতাই বামেদের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার। এদিন যাদবপুরেও বামেদের এই কর্মসূচি পালন করা হয়। দু’টি স্লোগান শোনা যায়, ‘বুলডোজারকে করল দূর, বইয়ের পাশে যাদবপুর’ এবং ‘হাতে হাতে বই, পাড়ায় পাড়ায় সিপিএম’। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা দেবদূত ঘোষ, স্থানীয় বাম নেতৃত্ব এবং ছাত্রযুবরা। অভিনেতা দেবদূত ঘোষ বলেন, যারা অন্যায়কারী, তারা চায় না মানুষের জ্ঞানের প্রসার ঘটুক। তাই আমাদের বুকস্টলের উপর আক্রমণ নেমে এসেছে। কিন্তু আমরা পিছু হটিনি। বরং তার বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে এবং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বই গ্রহণ করেছে। তাই আজ পাড়ায় পাড়ায় আমাদের ভ্রাম্যমাণ বুকস্টল।



কর্মী-সমর্থকদের দাবি, এলাকার সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বই কিনেছেন, কেউ কেউ আবার বইয়ের বদলেও বই তুলে দিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, এভাবেই পুরভোটের আগে বুক স্টল ভাঙচুরের ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হওয়া জনমতকে নিজেদের পক্ষে টানতে চাইছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। সে কারণেই এমন উদ্যোগ।

মায়ের চিকিৎসার খরচ জোগাতে হিমশিম, শেষমেশ ৮৫ বছরের বৃদ্ধাকে ‘খুন ছেলের! হরিদেবপুরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার খরচ আর সামলাতে পারছিলেন না ছেলে। দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধার চিকিসা করাতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়েছিলেন বলে অভিযোগ। সেই আর্থিক চাপ থেকেই কি শেষ পর্যন্ত মাকে খুনের মতো চরম সিদ্ধান্ত? কলকাতার হরিদেবপুরে ৮৫ বছরের বৃদ্ধা মাকে খুনের অভিযোগ উঠল ৬৭ বছরের ছেলের বিরুদ্ধে। সোমবারের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত নিজেই ১০০ নম্বরে ফোন করে মাকে খুনের কথা জানান। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম উমারানি ঘোষ। বয়স ৮৫ বছর। অভিযুক্ত ছেলের নাম সাগর ঘোষ। বয়স ৬৭ বছর। মা ও ছেলে হরিদেবপুর থানা এলাকার ১১৩ বাই এ, হাফিজ মহম্মদ ইশাক রোডের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন উমারানি। বয়সের ভারে কার্যত শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। মায়ের দেখভাল ও চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল ছেলে সাগরের উপরেই। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সোমবার নিজেই ১০০ নম্বরে ফোন করেন সাগর। ফোনে তিনি জানান, মাকে খুন করেছেন। এমন খবর পেয়ে দ্রুত ওই বাড়িতে পৌঁছন পুলিশকর্মীরা। সেখানে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপরই সাগরকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত খুনের কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি তদন্তকারীদের। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় সাগর জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে তিনি কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। চিকিসার বিপুল ব্যয় সামলানোর মতো আর্থিক সামর্থ্য তাঁর ছিল না। সেই পরিস্থিতিতেই মাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেন বলে অভিযোগ। তবে চিকিসার খরচই এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ কি না, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। অভিযুক্ত জেরায় যে দাবি করেছেন, তার সত্যতা যাচাই করছেন তদন্তকারীরা। আর্থিক অনটন ছাড়াও অন্য কোনও পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কারণ ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে উমারানিকে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে বৃদ্ধার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর কারণ এবং কী ভাবে এই ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, অভিযুক্তের মানসিক অবস্থাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ মায়ের পরিচর্যা করতে গিয়ে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনও চূড়ান্ত তথ্য সামনে আসেনি। প্রয়োজনীয় তদন্তের পরেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা জানতে প্রতিবেশীদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা। মা ও ছেলের সম্পর্ক কেমন ছিল, বাড়িতে নিয়মিত কোনও অশান্তি হত কি না, কিংবা আর্থিক পরিস্থিতি কতটা খারাপ ছিল-সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একদিকে ৮৫ বছরের বৃদ্ধার মৃত্যু, অন্যদিকে ৬৭ বছরের ছেলের বিরুদ্ধে নিজের মাকে খুনের অভিযোগ-এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই হতবাক স্থানীয় বাসিঃ দারা। চিকিৎসার খরচের চাপ থেকে এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযুক্ত দাবি করলেও, সেই বক্তব্যের সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, অভিযুক্তের জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রতিবেশীদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ।

স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্যায়নে প্রতিযোগিতার ভাবনা রাজ্যের, পুরমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১৬ নভেম্বর ঃ শহরের পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যায়ন ও নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নে এবার প্রতিযোগিতার পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভার পাশাপাশি ওয়ার্ড স্তরেও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সেরা কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়ার পরিকল্পনা করছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এই প্রতিযোগিতায় জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষকেও সরাসরি যুক্ত করার ভাবনা রয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার ব্যাতাইতলায় জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই পরিকল্পনার কথা জানান রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন আরবান লোকাল বডি বা ইউএলবি-র মধ্যে প্রতিযোগিতার বিষয়ে ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রতিযোগিতার পরিকল্পনাও রয়েছে। মন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, কোনও পুরসভায় নির্বাচিত বোর্ড থাকল কি না, তার সঙ্গে এই উদ্যোগের কোনও সম্পর্ক নেই। এলাকার সাধারণ মানুষই একজোট হয়ে নিজেদের ওয়ার্ডকে পরিচ্ছন্ন ও সুঃদর করে তোলার কাজে অংশ নেবেন। এই প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন ও পরিচালন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য এসওপি তৈরির কাজ চলছে। তবে চূড়ান্ত পরিকল্পনা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। দু’দিন আগে সাংবাদিক বৈঠকেও বিষয়টি জানানো হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বন্ধ হওয়া ৭০টির মধ্যে ৪৮টি দোকানকে ফের ব্যবসার অনুমতি দিল কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ পুজোর আগে খাদ্য সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কলকাতার একাধিক নামী রেস্তরাঁ, হোটেল ও মিষ্টির দোকানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছিল কলকাতা পুরসভা। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মোট ৭০টি দোকান। এবার সেই তালিকার ৪৮টি দোকানকে ফের ব্যবসা শুরুর অনুমতি দিল পুরসভা। খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ এবং পরিকাঠামোগত ত্রুটি সংশোধন করার পরই এই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। তবে বাকি দোকানগুলির ক্ষেত্রে এখনও চলছে পরিদর্শন ও তদন্ত। পুরসভার স্পষ্ট বার্তা, জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনও রকম আপস করা হবে না। পুজোর আগে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হোটেল, রেস্তরাঁ ও মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা। খাবারের গুণমান, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের পদ্ধতি, রান্নার জায়গার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি খতিয়ে দেখা হয়। সেই পরিদর্শনে একাধিক প্রতিষ্ঠানে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। কোথাও খাবার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গাফিলতি, কোথাও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার তৈরি এবং কোথাও খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধি না মানার বিষয়টি সামনে আসে। এরপরই মোট ৭০টি দোকানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়। এর মধ্যে ৪২টি হোটেল ও রেস্তরাঁর ফুড লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছিল। অন্যদিকে, বাকি ২৮টি দোকানের ফুড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট স্থগিত করে দেওয়া হয়। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যবস্থা করলে ফের ব্যবসা শুরুর অনুমতি পাওয়ার সুযোগ থাকবে। সেই মতোই দোকান কর্তৃপক্ষ নিজেদের পরিকাঠামো ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন। পরে লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন ফেরত চেয়ে পুরসভার কাছে আবেদন জমা পড়ে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দোকানগুলিতে ফের পরিদর্শনে যান ফুড সেফটি অফিসাররা। খাবারের মান, রান্নার পরিবেশ, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। পুরসভা সূত্রে খবর, পরিদর্শনের পর মোট ৪৮

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪২ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ৩০ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

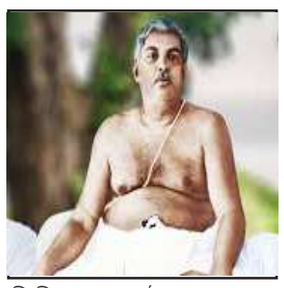
গীতা শাস্ত্র

গীতা কবে রচিত হয়েছিল তা অবশ্য সঠিকভাবে জানতে পারা যায় না। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক বা ৫ম শতকের মধ্যে গীতা রচিত হয়ে পারে। তবে তা অনুমান করা হচ্ছে। তবে তা মহাভারত রচনা করা পরেই বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। আগে মহাভারত না আগে কী তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলে থকেন যে আগে গীতা রচিত হয়েছিল। তারপরে মহাভারত রচনা করা হয়ে থকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে গোড়া আগে মাটিতে বসে তাপরে গাছের পাতা তৈরি হয়। গীতা কীভাবে আগে রচিত বলা হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ই গীতা সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে জীব জগতে দর্শনগত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাকেই গীতাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে ইন্ডোলজিস্ট অরবন্দি শর্মা বলেছেন যে গীতা খ্রীষ্ট পূর্ব ২য় শতকে রচিত হয়েছিল। এর বিপরীতে কাশীনাথ উপাধ্যায় বলেছেন, গীতা হচ্ছে মহাভাবতের একটি অংশ। মহাভারত এদেশে পরিচিত হতে শুরু করলে গীতাও প্রসার লাভ করে। মহাভারত এবং গীতাকে পৃথক করলে ভুল করা হবে। কারণ দুটো গ্রন্থ একই কালে এবং একই সময়ে রচিত উচিত। বিদেশি দার্শনিক আর্থার বাশাম বলেছেন যে গীতা হচ্ছে যুদ্ধের নৈতিকতা প্রশ্নে আবদ্ধ। যুদ্ধ দিয়ে গীতা রচনা দর্শন উপস্থত হলেও সেখানে সমগ্র জীব জগতের উত্থানের রহস্যের কথা বলা হয়েছে। কেন জগতে মানুষের প্রয়োজন তার দার্শনিক দিকের কথা বলা হয়েছে। গীতাকে যুদ্ধের ন্যায় শাস্ত্র হিসাবে দেখাটা একেবারে অনুচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন গীতা শঙ্করাচার্য রচনা করেছিলেন। তিনি এটকে মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। গীতার বিশ্লেষকেরা মনে করেন গীতা একার দ্বারা রচিত হয়নি। গীতার শ্লোক রচনা করতে বহু মুনী ঋষির হাত লেগেছিল। ফলে গীতা ঠিক কোনও কালে সম্পূর্ণ হয়েছিল তা বলা খুবই কঠিন। গীতা ২২৭টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশে গীতা রয়েছে। সেখানকার পণ্ডিতেরা গীতাকে তাদের ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করেছে। বাইবেলের মতো গীতাও বহু ভাষায় রচিত। এমনকী চিন ভাষাতেও গীতা রচনা করা হয়েছে। পরিব্রাজক হিয়েন সাঙ এবং ফা হিয়েন চিন দেশ থেকে এসে গীতাকে সঙ্গে করে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন চীনা ভাষায় অনুবাদ করে পড়ে দেখার জন্য। শঙ্করাচার্য এবং অভিনব গুপ্ত গীতা সারাংশ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে শঙ্করাচার্যের গীতার সঙ্গে অভিনব গুপ্তের গীতার পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। গীতা পাঠ করাটা এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তার একটি মাত্র কারণ যেভাবে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপরে বারবার আঘাত এসে পড়তে শুরু করেছে তাতে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে পারে। সেই কারণে বর্তমান সরকার বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এখন ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের ঐতিহ্য। রামায়ণ মহাভারত ভারতের দুই মহাকাব্য। এই নিয়ে ভারতের গর্ব করার মতো বিষয় বলা যেতে পারে।

অর্পনা সেন

বাবা চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রবাদ প্রতিম চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু,স্বভাবত সুযোগ ছিল সত্যজিতের অনেক ছবির নায়িকা হওয়ার, বাস্তব হল সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবনে অপরিহার্য হন নি,বরং অপর্ণা সেন সযত্নে হয়ে উঠেছিলেন অনন্যা,নিজের বহুমুখী প্রতিভার দ্যুতিতে তাঁর নামের 'প্লে -গার্ল'-এর'তকমা লাগাতে টালিগঞ্জ হয়ত ব্যস্ত ছিল! অবশ্য কিংবদন্তি চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের 'মহাপৃথিবী'তে তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে চলচ্চিত্র সমালোচক,বোদ্ধারা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিধা করেন নি,অপর্ণা সেন আসলে একজন আন্তর্জাতিক মানের অভিনেত্রী। সচেতন ভাবেই অপর্ণা সেন পল্লবিত হয়েছেন বহুমুখী প্রতিভায় যার চালিকাশক্তির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে করেছেন,সেইজন্য কখনও তিনি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী,চলচ্চিত্র পরিচালক,পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদক তারপরে তাঁর আরও অনেক গুণের কথা বলা যায়। উত্তমকুমার-সৌমিত্রের মাঝেও যার অভিনয়ে বাঙালি মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে অপর্ণা সেন অভিনীত 'হংসমিথুন' দেখে অনেকেই বলেছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রে এই জুটি যেন অন্য উত্তম-সুচিত্রা। 'জীবন সৈকত'ছবিতে সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে গাওয়া গানের দৃশ্য 'সাগর ডাকে আমায়'অথবা সলিল দত্তের 'অপরিচিত' সেখানে নায়ক উত্তমকুমার সেখানেও অপর্ণা সেনের সাবলীল অভিনয়ে মুগ্ধ হন নি এমন দর্শক,সমালোচক কিন্তু খুঁজে বের করা বেশ সমস্যার। ঝরঝরে ইংরেজি বলা মেয়ে তিনি যে ইংরেজি ছবি করবেন,আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই,বেশ কিছু ইংরেজি ছবিতে অপর্ণা সেন অনবদ্য অভিনয় শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন,মুগ্ধ হয়েছেন সবাই। বরং মেইনস্ট্রীম হিন্দি ছবিতে সুযোগ পেয়েও মুম্বই অভিজ্ঞতা খুব সুখকর হয়নি নির্বিধায় বলা যায়।দীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনে খুব যে অনেকগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন এমন নয়,বরং ছবির চরিত্র পছন্দ না হলে অভিনয়ের প্রশ্নই উঠত না,সম্ভবত ১৯৭৩সালে সবচেয়ে বেশি ছবি মুক্তি পেয়েছিল 'বসন্ত বিলাপ','কায়াহীনের কাহিনী',' সোনার খাঁচা', 'বিলেত ফেরত',সহ আরও দুটি ছবি। অপর্ণা সেন নিশ্চিতভাবে বহুমুখী প্রতিভা,তাঁর অভিনয়ে বুদ্ধি আর মনন সর্বদা মিশেছে নান্দনিক ছন্দে,সিনেমা হলের দর্শকের হৃদয়ে বিরাজ করত মুগ্ধতার আবহ। বাংলা ছবির চেনা রোম্যান্টিকতা ভিন্নভাবে দেখা গিয়েছিল অপর্ণা সেনের উপস্থিতিতে। অপর্ণা সেনের অভিনয় জীবনে আলাদা গুরুত্ব কমেডির। মনে করা যেতে পারে কয়েকটি ছবির কথা যেমন 'জয় -জয়ন্তী', 'বসন্ত বিলাপ', 'ছুটির ফাঁদে','দুর্বার প্রাণশক্তি',তির্যক কৌতুকবোধ আর স্বতঃস্ফূর্ত খুশি কমেডি চরিত্রগুলো।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ



আসলে শ্যামা মাই হচ্ছেন শক্তি। তিনি ক্ষমতাশালিনী। ভক্তি । তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা। শশ্মানচারিনী মাতা।আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহিপ্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। মাকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকতে হবে। তবেই মা সাড়া দেন। দেখা দেন। পাগল হে যেতে হবে মায়ের জন্য। মা ছাড়া জগতে আর কেউ নেই যে বিপদে এসে পাশে দাঁড়াবে। মাই সবাকেই বিপদ থেকে মুক্ত করেন। তিনি আছেন বলেই সবাই শান্ত।

বিবেকানন্দের আদর্শে নয়া বাংলা গড়তে কলকাতায় ভগিনী নিবেদিতা

দেবেন্দ্র খান

ভারতকে নতুন করে গড়তে স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরে ছিলেন যে ভারতের নারীদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব ভগিনী নিবেদিতার হাতে তুলে দিতে হবে।বাংলা মেয়েরা ইংরেজি ভাষ শিখতে পারলে গোটা বিশ্বকে জানতে শিখবে। ভগিনী নিবেদিতা ভারতে এসে নারী শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করবেন বলে তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দকে জানিয়েছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ঈশ্বরে দেখতে পান। ভাগ্যাকাশে ভগিনী নিবেদিতার আবির্ভাবটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভবিষ্যতদ্রষ্টা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলে রেখে গিয়েছিলেন, 'ওরা সব কলমির দল, ওরা এখানকার, ওদের ওখানে আসতেই হবে।' স্বামী বিবেকানন্দ এমন এক নারী শক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন যিনি দেশের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। উৎসাহিত করবেন। পেয়ে গেলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে। ১৮৯৮ সালে ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় পা রাখলেন মার্গারেট। তবে তাঁকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করার আগে বহুবার যাচাই করে নিয়েছিলেন স্বামীজি। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের জন্য যে কাজ তুমি করবে তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। পুরুষ নয়, সিংহিনীর মতন শক্তিময়ী নারী চাই। ..এদেশের জন্য যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই।' তবে সিদ্ধান্ত তোমায় গ্রহণ করতে হবে। 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। আবার সাবধান করে দিই, তোমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারও আশ্রয়ের ভরসা করা চলবে না।' মোমবাসা জাহাজে চেপে যখন ভারতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন মার্গাটের তখন তাঁর হাতে ছিল একটি চিরকূট স্বামীজির লেখা-'আমরণ আমি তোমার পাশে থাকবো। কথা দিচ্ছি তোমায়।' স্বামী বিবেকানন্দের কথার ওপরে ভরসা করে পরাধীন ভারতের নাগরিকদের মুক্তি পথ দেখাতে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর আগে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়েছেন এবং বিশদে জেনে নিয়েছিলেন। অফুরন্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামাজিক ভেদাভেদের ফলে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না ভারতবাসীরা। তাদের এই ধর্মীয় আবেগ এবং সামাজিক বিভেদকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বহাল তবিয়তে শাসন করে চলেছে ব্রিটিশ সরকার। আয়ারল্যাণ্ডের বাসিন্দারা ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ছিল। তারা ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য গোপনে গোপনে আন্দোলন করতে শুরু করে। মার্গারেট আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার ফলে ভারতের প্রতি তাঁর আকর্ষন তীব্র হতে শুরু করে। নারীর জাগরণ শক্তি দিয়ে পরাধীন ভারতবাসীদের মুক্ত করতে এসেছিলেন মার্গারেট। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আগেই হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন যে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেতে চলেছেন তা অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্বিষহ। প্রতি মুহূর্তে বিবাদ, বিক্ষোভ এবং বিপদও আসতে পারে। সামাজির ও ধর্মীয়



বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে হবে। জাগরিত করতে হবে ভারতের নারী শক্তিকে। তবেই ভারতের মুক্তি। স্বামীজি তাঁর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছিলেন বিভেদের মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষে গিয়ে তাঁর কাজ করতে কোনও অসুবিধা হবে কিনা। কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সমাজকে জাগরিত করতে তিনি সক্ষম হবেন কিনা। অকুতোভয় মার্গারেটে তাঁর জীবন শক্তি দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কর্মযোগ, ধ্যানযোগ এবং শক্তিযোগের সমন্বয়ে তিনি আজীবন ভারতবাসীর উন্নতির জন্য কাজ করে যাবেন। কোনও বিরুদ্ধ শক্তি তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আয়াল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ ছিল মার্গারেটের। সেখান থেকে তিনি সংগ্রাম করার শক্তি অর্জন করেছিলেন। নিজে কিন্ডারগার্ডেন স্কুল স্থাপন করলেন উইম্বলডনে। নাম দিলেন 'দ্য কিংসলে স্কুল'। শিক্ষাকে জীবন উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করতেন। মার্গারেট যখন কলকাতায় এলেন তখন স্বামীজির ছয়জন বিদেশি শিষ্যশিষ্যা ছিলেন। তাঁদের নাম ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার, হেনরিয়েটা মুলার, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও মার্গারেট।প্রত্যেকেই বিপুল শক্তির অধিকারী। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা রাখেন। আবার এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তি সঞ্চয়কারিনী ছিলেন মার্গারেট। তিনি একাদিকে যেমন বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ভারতকে স্বাধীন করার কাজে আবার তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে উৎসাহিত দিতেন উন্নততর বিজ্ঞান সাধনায়। বাগবাজারে মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নারী শিক্ষার প্রসারের দিকে অগ্রসর হলেন। আচার সর্বস্ব ধর্ম নয়, জীবন সর্বস্ব ধর্মও প্রচার করতে শুরু করলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দ এর ব্যবহারিক জীবন ধর্ম দর্শনকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন যা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সূচনা করে গিয়েছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে ব্যবহারিক জীবন দর্শন এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে প্রতি ছত্রে ছত্রে। বিজ্ঞান জীবন ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী মূল স্তম্ভ। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব গোটা ইংল্যাণ্ডবাসীর চেতনাকে জাগ্রত করে আন্তর্জাকিতায় রূপ দিয়েছিল। ব্রিটিশদের উপনিবেশবাদের মাধ্যমেই বিজ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিজ্ঞান চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। এটা ছাড়া ভারতবাসীর কোনও মুক্তি নেই তা বুঝতে পেরেছিলেন মার্গারেট। পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বহু লেখা তিনি সম্পাদনা এবং প্রণয়নের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা 'লিভিং অ্যাণ্ড নন-লিভিং', 'প্লান্ট রেসপন্স', 'কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রো-ফিজিওলজি', 'ইরিটেবিলিটি অব প্ল্যান্ট' এবং রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র এর প্রকাশিত গবেষণাপত্র সবকটিই প্রবন্ধই মার্গারেট সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন। পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী বলেই ইউরোপে তাঁর বহু তত্ত্বকে একেবারে হীন দৃষ্টিতে দেখা হতো। বিশ্ব বিখ্যাত অত্যন্ত শক্তিশালী বিজ্ঞান কর্মকে অবহেলা করে দেওয়ার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী যেন ইউরোপের বিজ্ঞানীদের সমকক্ষ না হন। তাঁদেরকে অতিক্রম না করতে পারে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস যে ধরনের বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁর কাছে নোবেল পুরস্কার পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁকে পেতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই নোবেল পুরস্কার নিয়ে ফেলেছিলেন ভারতের বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিতার অবদান মানসিকভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশ বসু যাতে সেই সময়ে ভেঙে না পড়েন তার জন্য নিবেদিতা সব সময়ে তাঁকে আগলে রেখে ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি জাতির গৌরব বলে মনে করতেন। বেতার তরঙ্গের আবিস্কারকর্তা ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু সেটাও তিনি প্রচার করতেন। ১৯০২ সালে বাঁকিপুরে হিন্দু স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্বর্ধনায় তরুণদের বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আকর্ষিত হওয়ার কথা বললেন। সংস্কৃত দর্শন শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসারের খুব প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার ইচ্ছা তাঁর মনের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। লোকমাতা নিবেদিতা রূপে মার্গারেট যখন শিক্ষার উন্নয়নের কাজ করতে শুরু করলেন তখন কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত। ব্রাহ্ম ধর্মের মেয়েরাও পর্যন্ত শিক্ষিত যেটা চাইছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। শিক্ষিত নারী সমাজ তৈরি না হলে কিন্তু ভারত জাগ্রত হবে না বিশেষ করে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার দরকার রয়েছে। বিজ্ঞানই পারে ধর্মীয় অন্ধকারকে দুর করে দিতে। মানবসেবা বহির্ভূত ধর্ম ভারতবাসীকে একেবারে নিমজ্জিত করে রেখে দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বেলুড় মঠ তৈরি করে আধুনিক হিন্দু ধর্মের বিকাশ ঘটালেন, ভগিনী নিবেদিতা পরিচিত জনের মধ্যে বিজ্ঞান চেতানার বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করতে শুরু করলেন। ভগিনী নিবেদিতার বিজ্ঞান উৎসাহের উৎকৃষ্ট ফসল হলো কলকাতার 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে আগামী দিনে ভারতে নতুন বিজ্ঞানী সৃষ্টির পথ তৈরি করে দিয়ে গেলেন। কলকাতায় এসে যখন সমাজের বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন ভগিনী নিবেদিতা তখন তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম শুনতে পান। বহু প্রতিভার অধিকারী জগদীশ চন্দ্র বসু তখন দিশাহারা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর করুণ অবস্থার সময়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন নিবেদিতা এবং সারাবুল। কালা আদমি বিজ্ঞানী বলেই জগদীশ চন্দ্র বসু ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে যোগ দিয়েও সাদা চামড়ার কর্মীদের চেয়ে কম বেতন পেতেন। চাকরিতে যোগদান করলেও তিনি বেতন গ্রহণ করতেন না। আর্থিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন। তবে ভগিনী নিবেদিতা এবং সারা বুল জগদীশ চন্দ্রকে মানসিক উৎসাহ দিতেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়া বিজ্ঞানী সংগ্রাম করার রশদ পেয়েছিলেন নিবেদিতা এবং সারাবুলের কাছ থেকে। প্যারিসে বিজ্ঞান কংগ্রেসে পেপার জমা করেছিলেন জগদীশ চন্দ্র। নিবেদিতা তাঁকে উৎসাহ দিতেন বটে। কিন্তু ইউরোপের সাদা চামড়ার বিজ্ঞানীরা তাঁকে তূর্যক মন্তব্য করতে ছাড়তেন না। বহুবার তিনি বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছেন। রাস্তায় যেতে যেতে 'হিদেন' বলে প্রতিহত হতে থাকেন। জগদীশচন্দ্র দশ বছরের বড় ছিলেন বটে। কিন্তু নিবেদিতা তাঁকে পুত্রের মতো স্নেহ দান করতেন। শিশুর মতো আগলে রেখেছিলেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য জগদীশচন্দ্র বসুকে 'বোস-ওয়ার' বলে সম্বোধন করতেন সমর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন নিবেদিতা। লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। থেমে থাকলে বা পিছিয়ে গেলে চলবে না। হেরে গিয়ে বসে থাকলে হবে না। হারার মধ্যে দিয়ে জেতার পথ তৈরি করতে হবে। বিশ্ব বিজ্ঞান মহলে পরাধীন দেশের মানকে রক্ষা করতে হবে। রয়্যাল সোসাইটিতে পেপার পড়ার পর জগদীশচন্দ্রের অপারশেন শুরু হয়। অপারেশনের পর নিবেদিতার নিজস্ব বাড়ি উইম্বলডনের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে তাঁর মা মেরি নোবেল অসুস্থ জগদীশচন্দ্রের জন্য ঘর ছেড়ে দেন। স্ত্রী অবলা বসু এবং নিবেদিতা পালা করে বিজ্ঞানীর সেবা চর্চা করতেন। ১৯০২-১৯০৭ সাল পর্যন্ত যতগুলো জগদীশ চন্দ্রের বিখ্যাত বই প্রকাশ পেয়েছে তার পুরো সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতা। তবে কবিগুরুর অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। ভগিনী নিবেদিতা বহুবার জগদীশ চন্দ্র বসু সম্পর্কে কবিগুরুকে জানিয়েছেন। এমনকী আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন কবিগুরুর কাছে। কবিগুরু সেই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা জগদীশচন্দ্রকে পাঠান। কবিগুরু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এর গবেষণার ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখতেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বিজ্ঞানীকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। নিবেদিতার তত্ত্বাবধানে সারাবুল জগদীশ চন্দ্রের মা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুও সারাবুলকে মা বলে সম্বোধন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। মা সারাবুল এবং সন্তান জগদীশচন্দ্রে মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হলো। মাতাপুত্রের ভালবাসার উচ্চাদর্শে বিকশিত হয়ে উঠল 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশ বসুর দেখা হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে। সেই সময়ে ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন এই বিজ্ঞানীকে দিয়েই গড়ে তুলতে হবে উচ্চ মার্গের বিজ্ঞান গবেষণাগার যেখানে ভবিষ্যতে ভারতের ছাত্রছাত্রীরা অবাধে বিজ্ঞান সাধনার করার সুযোগ পায়। নোবেল পুরস্কার হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল জগদীশচন্দ্রে মার্কনির সুকৌশলে। মানসিকভাবে যাতে ভেঙে না পড়েন তার জন্য মা সারা বুল তাঁকে কুড়ি হাজার ডলার দেন এবং বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী হিসাবে সম্বোধন করেন মা সারা বুল পুত্রকে। ভগিনী নিবেদিতা প্রথম জীবনে মাতা মেরির ভক্ত ছিলেন। মাতা মেরি কোলে যেরূপ সন্তান স্নেহ পেয়ে থাকেন ঠিক সেই রকম প্রীতির সেতু রচনা করে দিলেন সারা বুল এবং জগদীশচন্দ্র বসুর মধ্যে। স্নেহ ভালবাসার বন্ধন তৈরি করে দিলেন। যার ফলস্বরূপ আমরা পেলাম বসু বিজ্ঞান মন্দির যা আজকে শতবর্ষ পূর্ণ করলো। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত চার কিস্তিতে টাকা দিয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জমি ক্রয় করা হয়। ১৯১০ সালে ১৪ জুলাই সারা বুল আবার পুত্রকে কুড়ি হাজার ডলার দিয়ে গেলেন। নোবেল পুরস্কার না পাওয়ার যে ক্ষত তৈরি হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের বুকে তার দূর করে দিলেন মাতা সারা বুল। ১৯১১ সালে ১৮ জানুয়ারি সারা বুলের দেহাবসান হয়। তাঁর মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর নিবেদিতা প্রয়াত হন।

কলকাতার ফুটপাত চুরি হয়ে যাচ্ছে, পরিবেশ দূষিত

নরেশ জানা

কলকাতার ফুটপাথ চুরি হতে শুরু করে দিয়েছে বলতে শুরু করেছেন কলকাতার পুরভার কমিশনার। তিনি বলেন, স্থানীয় রাজনৈতিক দলের মদত না থাকলে রাস্তায় হকার বসতে পারে না। কলকাতার রাস্তা দিয়ে পথচারিরা চলাফেরা করতে পারছে না। এসপ্লানেড, শ্যামবাজার, হাতিবাগান, শিয়ালদহ, হাওড়া গড়িয়াহাট সর্বত্র হকার রাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এক সময়ে এই সব হকাররা রাজ্যের রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণ করতো এবং নির্বাচনের সময়ে প্রার্থী হয়ে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হতো। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি হকারদের দিয়ে দলীয় ভোট প্রচারে ব্যবহার করতো। হকারদের উচ্ছেদ করা খুবই মুশকিল। কলকাতা পুরসভার ১৯৮০ সালের ৩৭১ ধারায় বলা হয়েছে রাস্তা বা ফুটপাতে বাধাদানকারী স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিকাঠামাকে ভেঙে ফেলার পূর্ণ অধিকার পুরসভার কমিশনারের আছে। সেই আইন এখনও পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়নি। কলকাতার অবস্থিত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ঢাকা পরে গিয়েছে হকারদের সৌজন্যে। সেই কারণে একবার কথা উঠে ছিল কলকাতা মিউজিয়ামকে দিল্লিতে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে একেবারে পাকা পাকি ভাবে হকার বসে গিয়েছে। তাদেরকে আবার স্বীকৃতি দেওয়াও হয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থে কলকাতায় হকার বসানো হয়েছে। আগে বলা হয়েছিল হকাররা নির্দিষ্ট সময়ে বসবে এবং ঘন্টাখানেক ব্যবসা করে তারপরে নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তা পরিস্কার করে চলে যাবে। অফিস যাত্রার সময়ে বা কানও উৎসব কালে কোনও হকারকে রাস্তায় বসতে দেওয়া হবে না। তবে ব্যবসার করার খাতিরে হকারদের প্রাধান্য দেওয়ার দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করেছিল রাজনৈতিক দলের নেতাদের। শনিবার এবং রবিবার রাস্তা একেবারে মুক্ত করে দিতে হবে। সেখানে কোনও রকম চালা রাখা চলবে না। সেই সব বিধি কোথায় তলিয়ে গিয়েছে তা খুঁজে বের করতে পারছে না রাজনৈতিক দলের নেতারা। এবারে পথচারীদের অধিকারকে খর্ব করে নিউটাউনের রাস্তায় হকার বলতে শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পুরসভার মধ্যে



আলোচনা হয়েছিল হকার নিয়ে। সেখানে গড়িয়াহাটের সমীক্ষার কথা বলা হয়েছিল। ফিতে দিয়ে মাপাও হয়। চক টেনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় হকার বসার সীমা রেখা। তার বাইরে হকার বসতে পারবে না। হকার শংসাপত্র দেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হকাদের শংসাপত্র দেওয়া হয়নি। ১৯ জন হকারের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তাও তারা শংসাপত্র পেল না। ফুটপাতে হকার বসাটা আইনসঙ্গত কিনা তা নিয়ে এখনও আলোচনা হতে থাকে। তবে কলকাত রাস্তাকে হকারের হাত থেকে মুক্ত

ফুলে ফুলে সেজেছে মাঠ, তবুও হাসি নেই চাষিদের মুখে! রেলের বিধিনিষেধ ও প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় জোড়া সমস্যায় ফুলচাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ১৬ নভেম্বর ঃ শীতের মরসুম শুরু হতেই নানা রঙের ফুলে অপরূপ সাজে সেজে উঠেছে পূর্বস্থলীর বিস্তীর্ণ চাষের জমি। মাঠের পর মাঠ জুড়ে ফুটে রয়েছে রকমারি ফুল। কোথাও



হলুদ গাঁদা, কোথাও কমলা ক্যালেন্ডুলা, আবার কোথাও স্টার, বেবি ডল, চন্দ্রমল্লিকা ও গোলাপের বাহারি সমাহার। শীতের মরসুমকে সামনে রেখে পূর্বস্থলীর কয়েক হাজার কৃষক বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষে ব্যস্ত। কিন্তু জমিতে ফুলের এমন বাহারি সমারোহ থাকলেও চাষিদের মুখে হাসি নেই। বরং উৎপাদন থেকে শুরু করে ফুল বাজারজাত করা-সব ক্ষেত্রেই একাধিক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। ফুলচাষিদের কথায়, পূর্বস্থলীর ফুলের চাহিদা শুধু স্থানীয় বাজারেই সীমাবদ্ধ নয়। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিহার-সহ ভিনরাজ্যের বাজারেও এখানকার ফুলের ভালো চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে শীতের মরসুমে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় কাজে ফুলের চাহিদা বাড়ে। সেই আশাতেই অনেক কৃষক জমিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে ফুল চাষ করেছেন। কিন্তু এবছর ফুল বিক্রির ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রেলের বিধিনিষেধ। চাষিদের অভিযোগ, বিহারের দিকের দূরপাল্লার ট্রেনে ফুল নিয়ে উঠতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আগে বহু ভিনরাজ্যের পাইকার পূর্বস্থলীতে এসে সরাসরি ফুল কিনে নিয়ে যেতেন। ট্রেনের মাধ্যমে ফুল নিয়ে যাওয়ার সুবিধা থাকায় ব্যবসায়ীরা সহজেই এখানকার ফুল বিভিন্ন বাজারে পৌঁছে দিতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে ট্রেনে ফুল নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার কারণে অনেক পাইকার আর আগের মতো আসছেন না। ফলে ফুলের বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কমছে। জমিতে ফুল প্রস্তুত থাকলেও তা সঠিক সময়ে বিক্রি করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চাষিরা। ফুল এমন একটি কৃষিপণ্য, যা দীর্ঘদিন মজুত করে রাখা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফুল বিক্রি করতে না পারলে তার গুণগত মান কমে যায়। ফলে বাধ্য হয়েই অনেক সময় কম দামে ফুল বিক্রি করতে হয় কৃষকদের। আবার পর্যাপ্ত ক্রেতা না থাকলে জমিতে উৎপাদিত ফুলের একটা বড় অংশ অবিক্রিত থেকে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ তুলতে না পারার আশঙ্কা করছেন ফুলচাষিরা। এর পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতিকূলতাও তাঁদের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে ফুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ। কোথাও অজানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে ফুলগাছ, কোথাও আবার গাছেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফুল। ফলে একদিকে উৎপাদন কমার আশঙ্কা, অন্যদিকে বাজারে ফুলের সঠিক দাম না পাওয়ার দুশ্চিন্তা-দুইয়ের মাঝে পড়ে কার্যত দিশেহারা অবস্থা কৃষকদের। চাষিদের বক্তব্য, ফুল চাষে জমি তৈরি, চারা কেনা, সার, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি ও পরিচর্যার জন্য যথেষ্ট অর্থ খরচ করতে হয়। মরসুমের শুরুতে লাভের আশায় তাঁরা বিনিয়োগ করলেও বর্তমানে সেই টাকা ফেরত পাওয়া নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। রেলের বিধিনিষেধের বিষয়টি দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে ফুল চাষের উপর তার প্রভাব পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে ফুলচাষিদের সমস্যার কথা সামনে আসতেই বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, ফুলচাষিদের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে রেল মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলবেন। যাতে কৃষকরা ট্রেনে করে সহজে ফুল পরিবহণ করতে পারেন এবং ভিনরাজ্যের বাজারে ফুল পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও বাধা না থাকে, সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখন ফুলচাষিদের একটাই দাবি, রেলের বিধিনিষেধ সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হোক এবং ফুল পরিবহণের ক্ষেত্রে তাঁদের সুবিধার ব্যবস্থা করা হোক। কারণ, পূর্বস্থলীর বিস্তীর্ণ এলাকার বহু কৃষকের জীবিকা এই ফুল চাষের উপর নির্ভরশীল। ফুলের উৎপাদন ভালো হলেও যদি তা সঠিক বাজারে পৌঁছানো না যায়, তাহলে চাষ করে লাভের মুখ দেখা কঠিন। তাই রেল ও প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন পূর্বস্থলীর কয়েক হাজার ফুলচাষি।

পাণ্ডবেশ্বরে ছটঘাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পুণ্যার্থীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাণ্ডবেশ্বর (পশ্চিম বর্ধমান), ১৬ নভেম্বর ঃ ছটপুজোর অন্তিম দিনে উৎসবের আবহেই ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক পুণ্যার্থীর। সোমবার সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বরের গায়ঘাটা ছটঘাটে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত পুণ্যার্থীর নাম বিনোদ নুনিয়া। তিনি স্থানীয় গায়ঘাটা এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে ছটপুজোর ধর্মীয় আচার পালনের সময় অসাবধানতাবশত ঘাটে থাকা একটি বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসেন বিনোদ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘাটে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায়। মুহূর্তের মধ্যে উৎসবের আনন্দ বিষাদে ও শোকের আবহে পরিণত হয়। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (অন্ডাল ডিভিশন) দীপ কুমার দাস, পাণ্ডবেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় বিডিও এবং যুগ্ম বিডিও-সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা গোটা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও প্রশাসন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘাটের নিরাপত্তা ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, ঘাটে আলোকসজ্জা ও বিদ্যুতের তারের যথাযথ সুরক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ না থাকার কারণেই এই প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

মোবাইল ছেড়ে বইয়ের বন্ধু! কোটশিলা থানার উদ্যোগে তৈরি 'কমিউনিটি স্ট্রিট লাইব্রেরি'র

শেফালী মাহাতো, কোটশিলা, ১৬ নভেম্বর ঃ বর্তমান ডিজিটাল যুগে যখন কচিকাঁচারা সারাক্ষণ মোবাইল বা ট্যাবের স্ক্রিনে বুঁদ হয়ে থাকে, ঠিক সেই সময়ে তাদের শৈশবকে বইয়ের পাতায় ফিরিয়ে আনার এক অনন্য ও সদিচ্ছামূলক উদ্যোগ নিল কোটশিলা থানা। গত কালীপূজার সময় পুরুলিয়ার জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজের হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় এই 'কমিউনিটি স্ট্রিট লাইব্রেরি'র। আধুনিকতার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া বইমুখী সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং শিশুদের সৃজনশীল মন গঠন করতে এই ছোট্ট অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পুলিশ প্রশাসন। কোটশিলা থানা চত্বর বা এর সংলগ্ন এলাকায় গড়ে ওঠা এই লাইব্রেরিটি কেবল একটি পঠনপাঠনের জায়গাই নয়, এটি শিশুদের জন্য একটি আনন্দময় ও হাসিখুশির জগৎ হয়ে উঠেছে। কোটশিলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানান, এই লাইব্রেরির মাধ্যমে এলাকার শিশুরা অবসর সময়ে শুধু পড়াশোনাই নয়, গল্প-উপন্যাস ও রূপকথার বইয়ের হাত ধরে এক কল্পনার সুন্দর জগতে প্রবেশ করতে পারবে। এটি তাদের মানসিক বিকাশ ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলতে দারুণভাবে সাহায্য করবে। পুলিশ প্রশাসনের এই মানবিক ও মননশীল মুখ দেখে উচ্ছ্বসিত স্থানীয় অভিভাবক ও



বুদ্ধিজীবী মহল। তাঁদের আশা, এই ছোট্ট উদ্যোগ আগামী দিনে কোটশিলার শিশুদের কাছে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে এবং তাদের একটি সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

পরিচিতি আজ বিশ্বজোড়া, পাঁচমুড়া একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু মৃৎশিল্পীদের গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৬ নভেম্বর ঃ বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে তালডাংরা ব্লকের এই গ্রাম শুধু একটি সাধারণ গ্রাম নয়, এর পরিচিতি ছড়িয়ে



রয়েছে দেশ-বিদেশে। কারণ পাঁচমুড়া মানেই টেরাকোটার গ্রাম। মাটির তৈরি শিল্পসামগ্রী আর শিল্পীদের অসাধারণ সৃজনশীলতায় এই গ্রামের পরিচিতি আজ বিশ্বজোড়া। পাঁচমুড়া একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু মৃৎশিল্পীদের গ্রাম। পাঁচমুড়ার পাশাপাশি রয়েছে দেউলভিড়া, আধকড়া, রাধানগর, কানাইপুর ও জয়পুর-এই পাঁচটি মৌজা। অনেকের ধারণা, এই পাঁচটি মৌজার নাম থেকেই পাঁচমুড়া নামের উৎপত্তি। স্থানীয় ভাষায় 'মুড়া' বলতে বোঝায় মাথা। তবে নামের ইতিহাসের পাশাপাশি এই গ্রামের আসল পরিচয় তার শিল্পকলা। এখানকার শিল্পীদের হাতে মাটির তৈরি হাতি, ঘোড়া, মনসার চালি, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর নানা সামগ্রী জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পাঁচমুড়ার মাটির ঘোড়া আজ বাঁকুড়ার অন্যতম পরিচিত প্রতীক। পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্প শুধু বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এই শিল্প পেয়েছে জিআই স্বীকৃতি। এখানকার শিল্পীদের তৈরি সামগ্রী পৌঁছে গেছে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে। কিন্তু মাটি থেকে কীভাবে তৈরি হয় এমন সুন্দর শিল্পকর্ম? কীভাবেই বা পোড়ামাটির জিনিসে আসে এত আকর্ষণীয় রং? শিল্পীদের কথায়, এর পিছনে রয়েছে 'রংমাটি' পদ্ধতি। পোড়া মাটির উপর ভেজা মাটির বিশেষ প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয় এই রং। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিল্পীরা এই পদ্ধতি ও শিল্পকৌশলকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পাঁচমুড়ায় গেলে শুধু টেরাকোটার সামগ্রী কিনে ফিরে আসা নয়, কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবেন শিল্পীদের কাজের ধরন, তাঁদের পরিশ্রম এবং মাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জীবনযাত্রা। প্রতিটি শিল্পসামগ্রীর পিছনে রয়েছে শিল্পীর দক্ষতা, ধৈর্য্য এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। আধুনিকতার ভিড়েও নিজেদের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন পাঁচমুড়ার শিল্পীরা। তাই বাঁকুড়ায় বেড়াতে এলে পাঁচমুড়া গ্রামকে ভ্রমণ তালিকায় রাখতেই পারেন। মাটির শিল্পের এমন জীবন্ত জগৎ খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ বারবার আসে না।

মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালন

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ প্রতি বছর ১৫ নভেম্বর 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালন করা হয়। এই দিনটি স্বাধীনতা সংগ্রামী 'ধরতি আবা' ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্‌যাপিত হয়। তিনি ছিলেন এক অনুপ্রেরণাদায়ক আদিবাসী নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা এবং সামাজিক সংস্কারের লড়াইয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৫ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে ছুটির দিন থাকায়, মেট্রো রেলওয়ে আজ অর্থা ১৬.১১.২০২৬ তারিখে 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালন করেছে। ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী বিরসা মুণ্ডার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মেট্রো রেল ভবনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তিনি ছাড়াও মেট্রো রেলওয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মী এবং 'অল ইন্ডিয়া শিডিউলড কাস্ট অ্যান্ড শিডিউলড ট্রাইবস রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন' (জোনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি)-এর সদস্যরা আজ 'ধরতি আবা' ভগবান বিরসা মুণ্ডার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।



জন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স কম্পিটেন্ট কনস্ট্রাকশনস, ১/এ, স্যাভলস স্ট্রিট, রুম নং ৫, তৃতীয় তল, কলকাতা – ৭০০ ০১৬-তে নিবন্ধিত কার্যালয়বিশিষ্ট একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ("উক্ত ফার্ম")-এর অংশীদারগণ (১) মিঃ রাজীব লোহিয়া, (২) মিসেস রশিদা শাব্বির হারারওয়ালা এবং (৩) মিসেস নাফিসা শাব্বির হারারওয়ালার নিকট হইতে নিম্নলিখিত তফসিলে বিশেষভাবে বর্ণিত জমি, তৎসহ তদুপরি অবস্থিত "ব্যান্ড্রা বিচ ভিউ সি এইচ এস এল" নামে পরিচিত ভবন ("ভবন"), যাবতীয় দায়মুক্ত অবস্থায় ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। উক্ত জমি ও ভবন অতঃপর একত্রে "উক্ত সম্পত্তি" নামে অভিহিত। উক্ত সম্পত্তি মূলত প্রয়াত মিসেস শিরিনবাই, আকবরআলি আব্দুল্লালি দেহগামওয়ালার কন্যা ও নন্নুভাই মোহেম্মদালি জাভেরির বিধবা, ইহার মালিকানাধীন ছিল; তিনি ২০০৫ সালের ১০ই অক্টোবর পরলোকগমন করেন এবং তাঁহার একমাত্র আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী হিসাবে (১) মিসেস রশিদা শাব্বির হারারওয়ালা ও (২) মিসেস নাফিসা শাব্বির হারারওয়ালাকে রাখিয়া যান। উক্ত সম্পত্তি উক্ত ফার্মের একটি সম্পদ বলিয়া উপস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত প্রয়াত মিসেস শিরিনবাই, আকবরআলি আব্দুল্লালি দেহগামওয়ালার কন্যা ও নন্নুভাই মোহেম্মদালি জাভেরির বিধবা, নিজ জীবদ্দশায় উক্ত সম্পত্তি উক্ত ফার্মে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর উপরোক্ত দুই কন্যা উক্ত ফার্মে তাঁহার অংশের অধিকারী হন এবং উক্ত ফার্মে অংশীদাররূপে অন্তর্ভুক্ত হন।

উক্ত সম্পত্তি বা তাহার কোনো অংশে বিক্রয়, বিক্রয়ের চুক্তি, হস্তান্তর, বিনিময়, বন্ধক, দায়ভার, দান, ট্রাস্ট, উত্তরাধিকার, স্থলাভিষিক্তি, উইলমূলে প্রাপ্তি, দখল, ইজারা, উপ-ইজারা, প্রজাস্বত্ব, লাইসেন্স, লিয়েন, রক্ষণাবেক্ষণ, সুখাধিকার, বিচারাধীন মামলা (লিস পেনডেন্স), ক্রোক, উন্নয়নের অধিকার, অংশীদারি বা অন্য যে কোনো সূত্রে কোনো ব্যক্তির কোনো অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, অংশ, দাবি বা চাহিদা থাকিলে, তিনি এতদ্দ্বারা অনুরুদ্ধ হইতেছেন যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সমর্থনকারী দলিলাদির প্রত্যয়িত প্রতিলিপি সহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় অধোস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে তাহা জানান; অন্যথায় কোনো দাবির প্রতি দৃকপাত না করিয়াই নেনদেন সম্পন্ন করা হইবে এবং সেরূপ দাবি থাকিলে তাহা পরিত্যক্ত ও/বা ত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

উপরে উল্লিখিত তফসিল

মুম্বাই – ৪০০ ০৫০, বান্দ্রা (পশ্চিম), চিম্বাই রোড, কান্তওয়াদিতে অবস্থিত ২৫১০.৯৪ বর্গগজ পরিমাপের, যাহা ২০৯৯.৪৭ বর্গমিটার বা তদনুরূপ, সেই সম্পূর্ণ জমির অংশ ও খণ্ড, যাহা সি.টি.এস. নং সি-২৮৪, সি-২৮৫, সি-২৮৬ ও সি-২৮৭, সার্ভে নং ২০৯, প্লট নং ৩, অকৃষি জরিপ নং ১৮, মুম্বাই শহরতলির রেজিস্ট্রেশন জেলা ও সাব-জেলার অন্তর্গত অন্ধেরি তালুকের বান্দ্রা গ্রামে অবস্থিত, তৎসহ তদুপরি অবস্থিত ফ্ল্যাট ও দোকানসমূহ সম্বলিত "ব্যান্ড্রা বিচ ভিউ সি এইচ এস এল" নামক ভবন, এবং যাহার চৌহদ্দি এইরূপ: উত্তর দিকে ডঃ বাহাদুরজির সম্পত্তি; দক্ষিণ দিকে পূর্বতন দেমিয়াস লরেন্স ডি'অব্রিও ও বর্তমানে মাইগনেল ডি. অব্রেয়োর সম্পত্তি; পূর্ব দিকে সর্বসাধারণের কান্তওয়াদি ওল্ড ও নিউ রোড; এবং পশ্চিম দিকে একটি সর্বসাধারণের রাস্তা ও তাহার ওপারে আরব সাগরের সমুদ্রতট।

স্বাঃ/-
মনোজ কে. ভাটিয়া, অ্যাডভোকেট
ভাটিয়া ল অ্যাসোসিয়েটস
৪০৪-বি, ৪র্থ তল, ৮১ ক্রেস্ট, লিঙ্কি রোড,
সান্তাক্রুজ (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০ ০৫৪
স্থান: মুম্বাই তারিখ: ১৭.১১.২০২৬

BHATIA LAW ASSOCIATES

ভুল সংশোধন

গত ১৬.১১.২০২৬ তারিখে 'দুরন্ত বার্তা'র ৫নং পৃষ্ঠায় 'স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড' নামক বিজ্ঞাপনে ফোন নং. '৭৫৯৫১৯১৮০'-এর পরিবর্তে '৭৫৯৫১৯১৮০' এবং '৩০-০৯-২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/অর্ধ-বার্ষিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী' এরং পরিবর্তে '৩০-০৬-২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/অর্ধ-বার্ষিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী' ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলে জন্য দুঃখিত।

গঙ্গাসাগর মেলাকে কুম্ভের আদলে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রস্তুতি শুরু করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর, ১৬ নভেম্বর ঃ গঙ্গাসাগর মেলা প্রতিবছর দেখছেন সাগরের বাসিন্দারা। কিন্তু এবছর সেই



প্রস্তুতি অনেকটাই আলাদা। অনেকটাই কুম্ভের মতো বিশাল প্রস্তুতি চলছে, ফলে বিশাল কর্মযজ্ঞ দেখতে পাবেন স্থানীয়রা। ২০২৭ সালের ঐতিহ্যবাহী ও পবিত্র গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক অভূতপূর্ব ও সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই বছরের মেলাকে নিখুঁত, সুশৃঙ্খল ও বিশ্বমানের এক আন্তর্জাতিক মেলায় রূপান্তরিত করতে প্রশাসনিক স্তরে তৈরি করা হয়েছে বিশাল রূপরেখা। গঙ্গাসাগর চত্বরে শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঐতিহাসিক প্রস্তুতি। সরকারের মূল লক্ষ্যই হল পুণ্যার্থীদের মেলা প্রাঙ্গণে পদার্পণ থেকে শুরু করে স্নান এবং নিরাপদে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে সর্বোচ্চ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এবারের গঙ্গাসাগর মেলার সবচেয়ে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত হল ভিআইপি কালচার সম্পূর্ণ বাতিল করা। মেলা প্রাঙ্গণে সাধারণ পুণ্যার্থী ও ভিআইপিদের মধ্যে কোনও বৈষম্য রাখা হবে না, সবাই একইভাবে মেলায় সুবিধা পাবেন। দূর-দূরান্ত থেকে আসা কোটি কোটি পুণ্যার্থীর যাতায়াতকে বাধাহীন করতে বিশাল পরিবহণ পরিকল্পনার ছক কষা হয়েছে। কলকাতা থেকে সরাসরি গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পুণ্যার্থীদের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিনামূল্যে বাস পরিষেবা। তাছাড়া মেলা চলাকালীন অতিরিক্ত যাত্রীদের চাপ সামলাতে ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে বিভিন্ন রুটে ভারতীয় রেল ও প্রশাসনের সহযোগিতায় বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণের অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধাতেও বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হচ্ছে। পুণ্যার্থীদের জনস্রোত সামাল দিতে মেলা গ্রাউন্ড বা প্রাঙ্গণের ব্যাপ্তি বহুলাংশে বাড়ানো হয়েছে। সমুদ্র ও নদীর মেলবন্ধনে পুণ্যস্নানের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক স্নানের ঘাট এবং দ্রুত পারাপারের জন্য একাধিক নতুন জেটিঘাট নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ জোরকদমে চলছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে মেলা এলাকা জুড়ে হাজার হাজার পাকা টয়লেট এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের মোড়ক ও বুথ বসানো হচ্ছে, যাতে পুণ্যার্থীরা কোনরকম পরিষেবা সংক্রান্ত ভোগান্তির মুখে না পড়েন। একই সঙ্গে মেলা চলাকালীন আকাশপথে রাখা হচ্ছে হেলিকপ্টার। ২০২৭ সালের মেলায় বা অতীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিজনক ঘটনার প্রেক্ষাপটে এবার নেওয়া হয়েছে কঠোর ও আঁটোসাঁটো সতর্কতা।

মালিগাঁওএ মালবস্তু পরিবহন সেবা

ডাক নং. জিইএম/২০২৬/বি/৮২৬০৬৩৯ তারিখঃ ১২-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** মালবস্তু পরিবহন সেবা-প্রতি কিলোমিটারের আধারে প্রতি মেট্রিক টন সেবা- ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার্স এবং উপভোগ্য সামগ্রী, ওপেন বডি টউরাস; ঠিকার শর্তাবলি অনুসারে। **ভারতীয় টাকায় আনুমানিক ডাক রাশি (সমস্ত কর সহ):** ৫৩,৫৫,৮১০.৭২/- টাকা। **বায়না রাশি:** ১,০৭,১২০/- টাকা। **ডাক সমাপ্তির তারিখ এবং সময়:** ২৩-১১-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা হবে:** ২৪-১১-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/টিএমসি, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী নং ১

কাজের নামঃ বারাণসী বিভাগের এনএসজি-২ ও এনএসজি-৩ রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে অগ্নি নিরাপত্তা নিরীক্ষা। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির নম্বরঃ M/C&W/12/2026-27, তারিখঃ ০৫.১১.২০২৬ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ / সময়ঃ ৩০.১১.২০২৬, দুপুর ১৪.৩০ ঘটিকা। তফসিল ঃ তফসিল-বি বিদ্যমান আইটেম, এক সেট আধুনিক অগ্নি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ সংশোধিত আইটেমঃ 'অ্যানেক্সার-ও' অনুযায়ী এক সেট আধুনিক অগ্নি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ। **দ্রষ্টব্যঃ** এই করিগেন্ডাম (সংশোধনী) নং-১-এর অংশ হিসেবে 'অ্যানেক্সার-ও' নথিটি আইআরইপিএস পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয় ছাড়া, এই টেন্ডারের অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

এস.আর. মেক. ইঞ্জিনিয়ার / সিএণ্ডডব্লু বারাণসী
CPRO/Mech-104
ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট পান করবেন না

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৪_২০২৬-২৭, তারিখ ১২.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি পন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/ এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়া**-র অধীনে। **কাজের বিবরণ ঃ** " হাওড়া ডিভিসনের ০৪টি স্টেশনে (গদাধরপুর, তারাপীঠ রোড, সাদীনপুর ও চাতরা) ক্লাউড বেসেড ট্রেন অ্যাপ্রোচ ওয়ার্নিং সিস্টেম"-এর ব্যবস্থার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩৯,৫৪,১৯২.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭৯,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৩ (তিন) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্

গৃহস্থালী

বিশ্ব অর্থনীতির ঝড়ে মধ্যবিত্তের সংসার বাঁচবে কীভাবে? সঞ্চয়, ঋণ ও বিনিয়োগে মেনে চলুন এই ৬ আর্থিক কৌশল

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা বাড়লেই তার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের পকেটে। কখনও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি, কখনও আমেরিকা-ইরান সংঘাতের উত্তেজনা, আবার কখনও খাদ্যপণ্যের সরবরাহে সমস্যা-বিশ্বের এক প্রান্তের ঘটনা অন্য প্রান্তের মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক বাজেটেও চাপ তৈরি করতে পারে। ভারতের মতো আমদানিনির্ভর অর্থনীতিতে এই প্রভাব আরও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মাসের শুরুতে যে বেতনের অঙ্ক দেখে সংসারের হিসাব সাজানো হয়, মাসের শেষে সেই একই আয়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যেতে পারে। প্রশ্ন হল, এই পরিস্থিতিতে কীভাবে আর্থিক নিরাপত্তা বজায় রাখবেন মধ্যবিত্তরা? বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, শুধু খরচ কমালেই হবে না, প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা। কেন বিশ্ব অর্থনীতির অস্থিরতায় চাপ বাড়ে সংসারে? অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল 4F-Food, Fuel, Fertiliser এবং Financeú অর্থাৎ খাদ্য, জ্বালানি, সার ও অর্থায়ন। এই চারটি ক্ষেত্র পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। একটিতে অস্থিরতা তৈরি হলে তার প্রভাব অন্য ক্ষেত্রগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। ধরা যাক, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে গেল। ভারত বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে। ফলে তেলের দাম বাড়লে আমদানি ব্যয় বাড়ার আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি পরিবহণ ও উৎপাদনের খরচও বাড়তে পারে। তার প্রভাব পড়ে বাজারে শাকসবজি, চাল, ডাল-সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে। একই ভাবে জ্বালানি ও সারের দাম বাড়লে কৃষির উপাদন খরচও বাড়তে পারে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারের অস্থিরতা মুদ্রার বিনিময় হার, সুদের হার এবং বিনিয়োগের পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থা বিশ্ব অর্থনীতির ধাক্কা শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে মধ্যবিত্তের রান্নাঘর থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কের ঋণের কিস্তিতে। এক লক্ষ টাকা আয়, তবু কমছে সঞ্চয়! ধরা যাক, চার সদস্যের একটি পরিবারের মাসিক আয় এক লক্ষ টাকা। বাড়ির রক্ষণ, বাজারখরচ, সন্তানের পড়াশোনা, বিদ্যু, গ্যাস, যাতায়াত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে মাসে ৩০ হাজার টাকা সঞ্চয় হচ্ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার কারণে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানির খরচ বাড়ল। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বেড়ে দাঁড়াল ২১ হাজার টাকা এবং বিদ্যু, গ্যাস ও জ্বালানির খরচ হল ৮৫০০ টাকা। ফলে মোট মাসিক ব্যয় বেড়ে দাঁড়াল ৭৪,৫০০ টাকা। একই আয় বজায় থাকলেও সঞ্চয় কমে হল ২৫,৫০০ টাকা। এক মাসে সাড়ে চার হাজার টাকার এই ঘাটতি হয়তো খুব বড় মনে হবে না। কিন্তু এক বছর ধরে এমন পরিস্থিতি চললে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমবে ৫৪ হাজার টাকা। দীর্ঘমেয়াদে সন্তানের শিক্ষা, বাড়ি কেনা কিংবা অবসরের পরিকল্পনাতেও তার প্রভাব পড়তে পারে।

তাই আর্থিক অনিশ্চয়তার সময়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য জরুরি ছয়টি পদক্ষেপ। ১. অন্তত ছ'মাসের



খরচের সমান জরুরি তহবিল রাখুন-আর্থিক নিরাপত্তার প্রথম শর্ত হল জরুরি সঞ্চয়। চাকরি হারানো, অসুস্থতা কিংবা হঠা বড় কোনও খরচের পরিস্থিতিতে এই অর্থই ভরসা হতে পারে। সাধারণভাবে অন্তত ছ'মাসের অপরিহার্য খরচের সমপরিমাণ অর্থ সহজে ব্যবহারযোগ্য জায়গায় রাখা উচিত। যাঁদের আয় অনিয়মিত, তাঁরা ৯-১২ মাসের খরচের সমান তহবিল তৈরির লক্ষ্য রাখতে পারেন।

২. EMI ও ঋণের বোঝা কমান-বেতন বাড়লেই নতুন ঋণ নেওয়ার প্রবণতা এড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া এবং উচ্চ সুদের ব্যক্তিগত ঋণ আর্থিক চাপ বাড়ায়। নতুন ঋণ নেওয়ার আগে মাসিক কিস্তি দেওয়ার সামর্থ্য যাচাই করুন। সম্ভব হলে উচ্চ সুদের ঋণ আগে পরিশোধের পরিকল্পনা করুন।

৩. আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি করুন-একটি মাত্র আয়ের উসের উপর নির্ভরশীলতা ঝুঁকিপূর্ণ। নিজের দক্ষতা অনুযায়ী ফ্রিল্যান্সিং, অনলাইন প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদান কিংবা পরামর্শদানের মতো কাজের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত আয়ের জন্য মূল পেশা বা পরিবারের প্রয়োজনীয় সময় যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

৪. জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমাকে অগ্রাধিকার দিন-পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু কিংবা বড় চিকিসার খরচ দীর্ঘদিনের সঞ্চয় শেষ করে দিতে পারে। তাই পরিবারের সদস্য, ঋণের পরিমাণ ও আর্থিক দায়িত্ব বিবেচনা করে উপযুক্ত জীবনবিমা এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিমা রাখা জরুরি। বিমাকে নিছক খরচ নয়, আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলার সুরক্ষা হিসেবে দেখুন।

৫. প্রতি মাসে নতুন করে বাজেট তৈরি করুন-বাজারদর বাড়লে পুরনো বাজেটের অঙ্ক বদলানো প্রয়োজন। অপরিহার্য খরচ, EMI, বিমা, সঞ্চয় এবং বিনোদনের খরচ আলাদা করে হিসাব রাখুন। অপ্রয়োজনীয় সাবস্ক্রিপশন বন্ধ করা, পরিকল্পনা করে কেনাকাটা এবং খাবারের অপচয় কমানোর মতো ছোট পদক্ষেপও দীর্ঘমেয়াদে সাশ্রয় করতে পারে।

৬. বাজারের ওঠানামায় আতঙ্কিত হয়ে বিনিয়োগ বন্ধ করবেন না-শেয়ারবাজারে ওঠানামা স্বাভাবিক। তাই সাময়িক পতন দেখেই দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ তুলে নেওয়া ঠিক নয়। নিজের আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং বিনিয়োগের সময়সীমা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। SIP-এর মতো নিয়মিত বিনিয়োগের পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে সহায়ক হতে পারে। তবে জরুরি তহবিল তৈরি না করে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে অতিরিক্ত অর্থ ঢালা উচিত নয়।

দূরদর্শী পরিকল্পনাই আর্থিক নিরাপত্তার চাবিকাঠি-বিশ্ব অর্থনীতির পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। আন্তর্জাতিক সংঘাত, জ্বালানির দাম কিংবা মুদ্রাস্ফীতির গতিপ্রকৃতি বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের সংসারের বাজেট, ঋণের পরিমাণ, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, আর্থিক নিরাপত্তা শুধু বেশি টাকা উপার্জনের উপর নির্ভর করে না। বরং সীমিত আয়ের সঠিক ব্যবহার, বিপদের দিনের প্রস্তুতি এবং ধারাবাহিক বিনিয়োগই মধ্যবিত্ত পরিবারকে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করার শক্তি জোগাতে পারে।

জঙ্গলে নদীর ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় ইন্ডিগোর বিমানসেবিকার দেহ! ডাকাতির গল্পে অসংগতি, বন্ধুর ভূমিকা ঘিরে খুনের রহস্য

গোন্দিয়া, ১৬ নভেম্বর ঃ ছুটিতে বাড়ি ফিরে মর্মান্তিক পরিণতি ইন্ডিগোর এক বিমানসেবিকার। মহারাষ্ট্রের গোন্দিয়া জেলার একটি নির্জন জঙ্গলে নদীর ধারে উদ্ধার হল ৩৫ বছর বয়সি বর্ষা তুরকরের রক্তাক্ত দেহ। তাঁর শরীরে মিলেছে ধারালো অস্ত্রের একাধিক গভীর ক্ষত। প্রথমে ডাকাতদের হামলায় মৃত্যুর কথা জানানো হলেও ঘটনার বিবরণে একাধিক অসংগতি খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। আর সেই সূত্রেই তদন্তকারীদের সন্দেহের তালিকায় উঠে এসেছেন বর্ষার সঙ্গে থাকা তাঁরই এক পুরনো বন্ধু। পরিকল্পনা করে তাঁকে খুন করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীপাবলি উপলক্ষে ছুটি নিয়ে নিজের গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন বর্ষা। তাঁর বাপের বাড়ি মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার কিনহি গ্রামে। কর্মসূত্রে তিনি ইন্ডিগোর বিমানসেবিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০২৪ সালে সমর সইদ নামে এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। তাঁদের আড়াই বছরের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। স্বামীর সঙ্গে পুণেতে থাকতেন বর্ষা। ছুটিতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতেই বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। ঘটনার দিন, অর্থাৎ ১৪ নভেম্বর শনিবার বিকেল প্রায় ৪টে নাগাদ রীতেশ অগরওয়াল নামে এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন বর্ষা। দু'জনে



গোন্দিয়া জেলার বন্দ্রানী জঙ্গলে নদীর ধারে গিয়েছিলেন। জায়গাটি ছিল বেশ নির্জন। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ আচমকাই বর্ষার পরিবারের কাছে ফোন আসে রীতেশের। তাঁর দাবি, মুখে মাস্ক পরা কয়েক জন দুষ্কৃতী তাঁদের উপর হামলা চালিয়েছে। ডাকাতির উদ্দেশ্যেই ওই হামলা চালানো হয়েছিল বলে পরিবারের সদস্যদের জানান তিনি। হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন বর্ষা। খবর পেয়েই আর দেরি করেননি পরিবারের লোকজন। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় বর্ষাকে উদ্ধার করেন তাঁরা। তাঁকে তড়িঘড়ি নিকটবর্তী খাইরলানজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানান, হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই মৃত্যু হয়েছে তরুণীর। প্রথমে ডাকাতির ঘটনা বলেই মনে করা হলেও রীতেশের বয়ানে একাধিক অসংগতি নজরে আসে তদন্তকারীদের। বিশেষ করে বর্ষার শরীরের আঘাতের ধরন তাঁদের সন্দেহ বাড়িয়ে দেয়। তরুণীর পিঠে ধারালো অস্ত্রের চারটি গভীর ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অথচ একই ঘটনায় উপস্থিত থাকা রীতেশের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। ডাকাতদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বা সংঘর্ষ হয়ে থাকলে তাঁর শরীরেও আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। সেখান থেকেই প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই কি ডাকাতদের হামলার শিকার হয়েছিলেন বর্ষা? নাকি গোটা ঘটনাকে অন্য খাতে চালিত করার জন্য ডাকাতির গল্প সাজানো হয়েছে? পুলিশের সন্দেহ, এই মৃত্যুর নেপথ্যে আরও গভীর কোনও কারণ থাকতে পারে। সেই সন্দেহ থেকেই রীতেশকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ মিলিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তদন্তে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, রীতেশ ছিলেন বর্ষার কলেজজীবনের বন্ধু। দীর্ঘদিনের পরিচয়ের সূত্রেই কি দু'জনে ওই নির্জন জঙ্গলে গিয়েছিলেন? নাকি তাঁদের সম্পর্কের সমীকরণে এমন কোনও জটিলতা তৈরি হয়েছিল, যার পরিণতি এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড? এই প্রশ্নগুলিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্যদিকে, বর্ষার পারিবারিক জীবন নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ২০২৪ সালে সমর সইদের সঙ্গে বিয়ে, পুণেতে সংসার এবং আড়াই বছরের সন্তান-সব মিলিয়ে তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক সম্পর্কের সমীকরণ। তবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপড়েনের সঙ্গে এই মৃত্যুর কোনও যোগ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি পুলিশ। বর্তমানে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা। বর্ষার শরীরে থাকা ক্ষতগুলি কী ধরনের অস্ত্র দিয়ে তৈরি, আঘাতের প্রকৃতি এবং মৃত্যুর সঠিক সময় নির্ধারণে ওই রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া সম্ভাব্য তথ্যপ্রমাণ এবং রীতেশের বয়ানও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এক তরুণী বিমানসেবিকার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। মায়ের মৃত্যুর কারণ জানার মতো বয়সও হয়নি তাঁর আড়াই বছরের সন্তানের। আপাতত সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, জঙ্গলের নির্জনতায় ঠিক কী ঘটেছিল বর্ষা ও রীতেশের সঙ্গে? ডাকাতির আড়ালে কি লুকিয়ে রয়েছে পরিচিত কারও পরিকল্পিত হামলা? তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই রহস্যের উত্তর অধরাই।

'আগের সরকার থাকলে একটাও নিয়োগ হত না'

১-র পাতার পর-এবং ২০১৭ সালে শেষবার পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি-র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল, ফলে কার্যত বিগত দশ বছর রাজ্যে কোনও স্থায়ী নিয়োগ হয়নি। গোটা রাজ্যকে কেবল সিভিক ভলান্টিয়ার, চুক্তিভিত্তিক এবং আংশিক সময়ের কর্মীদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু। মাত্র ২ হাজার বা ৪ হাজার টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১২ হাজার টাকা বেতনে কাজ করা এই কর্মীদের না ছিল কোনও স্থায়িত্ব, না ছিল কোনও বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সুরক্ষা এমনকি প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ইএসআই-এর মতো ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষাও তাঁদের ছিল না। দীর্ঘদিনের এই প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটাতে এবং বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের কথা মাথায় রেখে নির্বাচনী সংকল্পপত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান যে আগামী দুই বছর চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় পাঁচ বছরের অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া হবে, যা আগামী বছর থেকেই কার্যকর হবে। ২০২৭ সালের নিয়োগ নীতিতে চাকরিপ্রার্থীরা আবেদনের ক্ষেত্রে এই পাঁচ বছরের অতিরিক্ত ছাড় পাবেন, কারণ বিগত দশ বছর রাজ্যে কোনও নিয়োগ হয়নি এবং ২০১৫ সালের এসএসসি নিয়োগের ক্ষেত্রেও দুর্নীতির কারণে ২৬ হাজার মানুষের চাকরি বাতিল হয়েছে। এই চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করাই এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে তিনি মন্তব্য করেন।

১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাঙা যাবে না জাহাঙ্গিরের

১-র পাতার পর-তিনতলা বাড়ি তৈরি করেছিলেন জাহাঙ্গির। যদিও অভিযোগকারীর দাবি, বিষয়টি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নয়। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল সরকারের আমলেই এই নির্মাণ নিয়ে প্রশাসনিক তদন্ত শুরু হয়েছিল। এরপর জেলা প্রশাসনের তরফে বাড়ি খালি করার জন্য জাহাঙ্গিরকে পরপর সাতবার নোটিস পাঠানো হয়। সূত্রে খবর, শুনানিতে তাঁর হয়ে আইনজীবীরা উপস্থিত হলেও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। তার পরেই বাড়িটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন। গত বুধবার দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত প্রথম দফায় বাড়ি ভাঙার কাজ চলে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ হাতুড়ি, ড্রিল মেশিন ও ভাইব্রেটর নিয়ে ফের শুরু হয় ভাঙার কাজ। এর আগে বাড়ির ভিতরে থাকা দামি আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করে বিডিও অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়ির বাইরে নতুন করে বসানো হয় সিসিটিভি ক্যামেরাও। তবে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত সেই প্রক্রিয়ায় বিরতি পড়ল। ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি ভাঙার বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না প্রশাসন। পরবর্তী শুনানিতে মামলার গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর।

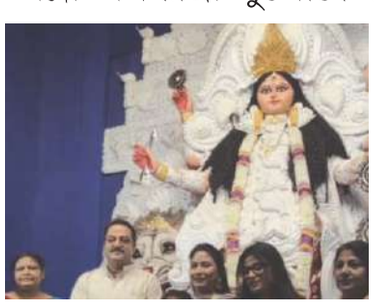
নগ্ন ছবি ও ভিডিও কলের ফাঁদে বায়ুসেনার উইং কমান্ডার!

ইসলামাবাদ ঃ মোবাইলে আসত একের পর এক যুবতীর নগ্ন ছবি। চলত নিয়মিত মেসেজ এবং ভিডিও কল। আর সেই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়েই ভারতীয় বায়ুসেনার এক আধিকারিকের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল দেশের সামরিক বাহিনীর অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য! পাকিস্তানের মদতে চলা হানিট্র্যাপের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার এক উইং কমান্ডার। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করল দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে জমা দেওয়া চার্জশিটে উঠে এসেছে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য। পুলিশের অভিযোগ, ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে ওই আধিকারিকের কাছ থেকে যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং বায়ুসেনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। দিল্লির পাটিয়ালা হাউস আদালতে ইতিমধ্যেই চার্জশিট জমা দিয়েছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, পাকিস্তানের এক যুবতীর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরেই এই গোটা ঘটনার সূত্রপাত।

হিলিতে বিসর্জনের নাচ ঘিরে বিবাদ,পাঁচজন আটক

হিলি, ১৬ নভেম্বরঃ কালীপ্রতিমার বিসর্জনের নাচকে কেন্দ্র করে বিবাদের সূত্র ধরে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে একই পরিবারের পাঁচজনকে আটক করল হিলি থানার পুলিশ। অভিযোগ, প্রায় সাত বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এসে ধর্মীয় পরিচয় গোপন করে জাল নথির মাধ্যমে হিলিতে বসবাস করছিল পরিবারটি। ত্রিমোহিনীর পাওয়ার হাউস এলাকায় বিসর্জনের রাতে দুই যুবকের বিবাদ ও সংঘর্ষের পর রবিবার সকালে ফের উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশি অভিযানে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক এবং ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়। পরে আকাশ দাসের বাবা, মা, ভাই ও বোনকেও আটক করা হয়। ঘটনায় অনুপ্রবেশ ও জাল নথি তৈরির অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হিলি থানার আইসি অমরেশ সিং জানিয়েছেন, পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে।

ভদ্রেশ্বর কে, জি,আর,এস পথ ১৫ পল্লী জগদ্ধাত্রী পুজোকে ঘিরে উদ্দীপনা



পুলক চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর, ১৬ নভেম্বর ঃ যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণ ভাবেই পালিত হচ্ছে, ভদ্রেশ্বর কে, জি, আর, এস, পথ ১৫ পল্লী নাগরিকবৃন্দের জগদ্ধাত্রী পুজো। এই পুজোর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুরেশ মিশ্রা। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় চমক লেগেই থাকে। তাই চন্দননগরের লাগোয়া ভদ্রেশ্বর ১৫ পল্লী নাগরিকবৃন্দের সম্মিলিত পুজোর পক্ষে সমাজসেবী সুরেশ মিশ্রা বলেন, পঞ্চমী থেকে এই মাকে ১৮টি বেনারসি শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অষ্টমী পূজার দিন মাকে ফুল ও সোনার এবং রুপোর গয়না দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। নবমী পূজার দিন কয়েক হাজার মানুষ মাকে পুজো দেন। পাশাপাশি ওই দিইনি কয়েক হাজার মানুষকে ভোগ খাওয়ানো হয়। সন্ধ্যেবেলা রীতি মেনেই আরতি হয়। একাদশীর দিন পুজোর বরন অনুষ্ঠানের পর গাড়ি করে বেরিয়ে কয়েক হাজার মানুষকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই পুজোকে ঘিরে এলাকায় আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

কী কারণে ৭৮ জনকে গুরুত্ব না

১-র পাতার পর-বোঝানো হয়, সেই নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। মঙ্গলবার আদালতের পরবর্তী শুনানিতে এই সমস্ত সাংবিধানিক ও আইনি প্রশ্নের কি উত্তর উঠে আসে এবং বিচারপতির একক বেঞ্চ শেষ পর্যন্ত কী রায় প্রদান করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক ও আইনি মহল। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৮০টি আসন পেয়ে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল। এরপরই তৃণমূল বিধায়কদের স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ তুলে তৃণমূলের অধিকাংশ বিধায়ক 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করে কালীঘাট থেকে দূরত্ব তৈরি করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থনের ভিত্তিতে স্পিকার ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। স্পিকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শোভনদেব।

বিজেপির ব্যারাকপুর বিভ্রাটে বিবৃতি

১-র পাতার পর-করতে চেয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্তর মতে, রাজ্যে বর্তমান সরকারের জমানায় তোলাবাজির পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। অতীতের দিনগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বর্তমান পরিস্থিতি অনেক কম গুরুতর। তবে দলের অন্দরে বা বাইরে যেখানেই এ ধরনের অনিয়মের খবর পাওয়া যাচ্ছে, দলীয় নেতৃত্ব তক্ষণা তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বলেই তিনি দাবি করেছেন। তোলাবাজি-সহ বিবিধ অনাচার প্রসঙ্গেই শমীক বলেছিলেন, অরাজকতার কথা। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কম প্রশ্ন ওঠেনি। শমীক দলের শীর্ষ নেতা। তাঁর নিয়ন্ত্রণেই সংগঠন। তিনিই যদি তা নিয়ন্ত্রণ না-করতে পারেন, তা হলে তার দায় কার? স্থানীয়স্তরে বহু জায়গায় বিধায়ক বা মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। স্থানীয়স্তরে কার এত সাহস রয়েছে যে, শাসকদলের জনপ্রতিনিধি বা নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করবেন? ফলে শমীকের কথা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আবার সুকান্ত তৃণমূল জমানার সঙ্গে তুলনা টেনে বোঝাতে চেয়েছেন, এখন সেভাবে তোলাবাজি হচ্ছেই না।

নতুন রঙে সাজবে সরকারি হাসপাতাল!

১-র পাতার পর-দ্রুত 'কালার ওয়াশ' বা রঙ করার ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। বার্তায় আরও জানানো হয়েছে, যেহেতু প্রায় তিন বছর আগে ভবনগুলিতে 'স্মার্ট লুক' পেন্টিং করা হয়েছিল, তাই বর্তমানে যেখানে যতটুকু সংস্কার বা রঙের প্রলেপ প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখা হবে। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন সাইট ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে মতামত নিয়ে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে অবশ্যই একটি সামগ্রিক প্রস্তাব এবং এস্টিমেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই বিগত পনেরো বছরের চিরাচরিত সরকারি ধাঁচে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় প্রশাসনিক কাজকর্মে অনেক বেশি সময় দিচ্ছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারি প্রকল্পের রূপায়ণ যেমন দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে, তেমনই দিল্লির সঙ্গে সমন্বয়ও চলছে সমান তালে। সেই একই গতিতে চলছে রাজ্যের সরকারি পরিকাঠামোর রঙ বদলের প্রক্রিয়া।

নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি জেরা

১-র পাতার পর-তারিখসহ বিবরণ চেয়েছে বিরোধীরা। ভোটার তালিকার ডেটাবেসে প্রবেশাধিকার, ভোটার সংযোজন এবং বাদ দেওয়ার অডিট ট্রেল, এবং ফর্ম ৬-এর অনলাইন প্রক্রিয়ায় ঘোষণাপত্র জমা না দেওয়ার কারণে কতগুলি আবেদন বাতিল বা স্থগিত রাখা হয়েছে, তার বিবরণ চাওয়া হয়েছে। এমনকি বেসরকারি ভেন্ডার বা ঠিকাদারদের কর্মচারীদের ডেটাবেসে লেখার বা বিশেষ প্রবেশাধিকার ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ মামলার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের নাম অন্তর্ভুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আপিলের বিশদ বিবরণ চাওয়া হয়েছে।

বসেছে ৬ হাজারের বেশি সিসি ক্যামেরা

১-র পাতার পর- হাজারের বেশি ব্যক্তির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। শুধুমাত্র রাস্তায় নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি ও সচেতনতা কর্মসূচি। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৫.৯ লক্ষ নাগরিকের কাছে পৌঁছেছে পুলিশ। এর মধ্যে ৫.৭ লক্ষ মানুষ আত্মরক্ষা কর্মসূচিতে এবং ৩.৪ লক্ষ মানুষ শিশু সুরক্ষা উদ্যোগে অংশ নিয়েছেন। পাশাপাশি, গার্লস স্কুল, হস্টেল ও কলেজগুলিতে সপ্তাহে প্রায় ৩ হাজার ৫১৪ বার পুলিশি ভিজিট করা হচ্ছে, যার মধ্যে এসএইচও এবং বিট স্টাফদের নিয়মিত পরিদর্শন রয়েছে।

রেলের বরেলি-পাটলিপুত্র অসংরক্ষিত উৎসব স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ১৬ নভেম্বরঃ দিওয়ালি এবং ছট মহাপর্বের পর রেলযাত্রীদের ফিরতি যাত্রার সুবিধার্থে, রেল প্রশাসন ১৭ নভেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার) তারিখে ০৪৩২৪ বরেলি-পাটলিপুত্র (পাটনা) হয়ে গোরখপুরগামী অসংরক্ষিত উৎসব স্পেশাল ট্রেনটি নিম্নোক্তভাবে একটি একক যাত্রার জন্য পরিচালনা করবে।০৪৩২৪ বরেলি-পাটলিপুত্র (পাটনা) অসংরক্ষিত উৎসব স্পেশাল ট্রেনটি ১৭ই নভেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার) রাত ২৩.০০ ঘটিকায় বরেলি থেকে যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটি পরের দিন রাত ১২.৩২ ঘটিকায় শাহজাহানপুর, ভোর ০৩.০০ ঘটিকায় সীতাপুর, ভোর ০৫.৪৫ ঘটিকায় গোন্ডা, সকাল ০৭.১৭ ঘটিকায় বস্তি, সকাল ০৯.১৫ ঘটিকায় গোরখপুর, সকাল ১১.১৭ ঘটিকায় সিওয়ান, দুপুর ১৩.০০ ঘটিকায় ছাপরা এবং দুপুর ১৪.০২ ঘটিকায় দিঘওয়ারা হয়ে পাটলিপুত্র (পাটনা) পৌঁছাবে বিকেল ১৫.৫০ ঘটিকায়।এই ট্রেনে মোট ১৯টি কোচ সংযুক্ত থাকবে, যার মধ্যে ১৭টি জেনারেল সেকেন্ডস্লিপার ক্লাস কোচ এবং ০২টি এসএলআর কোচ রয়েছে।

জয়নগরে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার দুজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগরঃ জয়নগরে বিপুল পরিমাণ গা

কোটি টাকার পর্যটন প্রকল্পে নতুন রূপ পেতে চলেছে চুপির পাখিরালয়, উন্নয়নমূলক কাজ শুরুর আগে এলাকা পরিদর্শনে মহকুমা শাসক ও বিধায়ক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৬ নভেম্বর ঃ ওয়াচ টাওয়ার, আধুনিক



মিউজিয়াম, পর্যটকদের জন্য থাকা-খাওয়ার উন্নত ব্যবস্থা- প্রায় এক কোটি টাকা বরাদ্দ পর্যটন দপ্তরের। ছাড়িগঙ্গার কচুরিপানা সরিয়ে নৌকা চলাচল স্বাভাবিক করার দাবিও মাঝিদের। শীতের মরশুম এলেই দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পরিযায়ী পাখির কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে পূর্বস্থলীর চুপির পাখিরালয়। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য, নানান প্রজাতির পাখির আনাগোনা এবং নৌকাবিহারের আকর্ষণে প্রতি বছরই এখানে ভিড় জমান বহু পর্যটক। কিন্তু পর্যটকদের কাছে এই পাখিরালয়কে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবার বড়সড় উদ্যোগ নিতে চলেছে পর্যটন দপ্তর। পাখিরালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থে তৈরি হবে অত্যাধুনিক ওয়াচ টাওয়ার, আধুনিক মিউজিয়াম এবং পর্যটকদের জন্য উন্নত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। পাশাপাশি পাখিরালয়ের সামগ্রিক সৌন্দর্যায়ন ও পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রস্তাবিত এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। তার আগে সোমবার চুপির পাখিরালয় এলাকা পরিদর্শন করলেন কালনার মহকুমা শাসক বিনায়ক কুমার, পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী-২ ব্লকের বিডিও পারিজাত বসু-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন তাঁরা পাখিরালয়ের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। কোথায় কী ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে, কীভাবে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হবে এবং পর্যটকদের জন্য কী কী নতুন সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা যায়, সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরিদর্শনকালে পাখিরালয়ে বর্তমানে থাকা কটেজগুলির অবস্থাও খতিয়ে দেখা হয়। কটেজগুলির বর্তমান পরিকাঠামো, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেগুলির উন্নয়নের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, তা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে কোথা থেকে কীভাবে অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, সেই বিষয়গুলিও পর্যালোচনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় জানান, চুপির পাখিরালয়কে আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। পর্যটন দপ্তরের তরফে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নতুন ওয়াচ টাওয়ার তৈরি হলে পর্যটকরা আরও ভালোভাবে পাখি দেখার সুযোগ পাবেন। অন্যদিকে, আধুনিক মিউজিয়াম তৈরি হলে পাখিরালয়ের জীববৈচিত্র্য ও পাখিদের সম্পর্কে পর্যটকদের জানার সুযোগ বাড়বে। থাকা- খাওয়ার উন্নত ব্যবস্থা গড়ে উঠলে দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটকদের সুবিধাও অনেকটাই বাড়বে। তবে উন্নয়নের পাশাপাশি পাখিরালয়ের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় মাঝিদের সমস্যার বিষয়টিও এদিন সামনে আসে। পর্যটকদের নৌকায় করে পাখি দেখাতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে অন্যতম বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাড়িগঙ্গার জলে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ কচুরিপানা। মাঝিদের অভিযোগ, জলপথের বিভিন্ন অংশে কচুরিপানা জমে থাকায় নৌকা চালানো অত্যন্ত অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। এর ফলে পর্যটকদের নিয়ে পাখি দেখাতে যেতে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পর্যটকদের ঘোরানোর ক্ষেত্রেও সময় ও পরিশ্রম দুটোই বেশি লাগছে। এদিন স্থানীয় মাঝিরা তাঁদের এই সমস্যার কথা সরাসরি মহকুমা শাসক ও বিধায়কের কাছে তুলে ধরেন। তাঁদের দাবি, ছাড়িগঙ্গা থেকে দ্রুত কচুরিপানা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হোক, যাতে স্বাভাবিকভাবে নৌকা চলাচল করতে পারে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। স্থানীয়দের মতে, চুপির পাখিরালয়ের পর্যটন সম্ভাবনা যথেষ্ট। কিন্তু উন্নত পরিকাঠামোর অভাব, জলপথে কচুরিপানার সমস্যা এবং পর্যটকদের থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা দূর করা গেলে এই কেন্দ্রের আকর্ষণ আরও বাড়বে। বিশেষ করে শীতের মরশুমে পরিযায়ী পাখি দেখতে আসা পর্যটকদের জন্য উন্নত পরিষেবা গড়ে তোলা গেলে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় মাঝি, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য জীবিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষও উপকৃত হবেন। সব মিলিয়ে পর্যটন দপ্তরের প্রায় এক কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নতুন সাজে সেজে উঠতে চলেছে পূর্বস্থলীর চুপির পাখিরালয়। পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপ পেলে শুধু পাখি দেখার কেন্দ্র হিসেবেই নয়, বরং পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেও চুপি আরও পরিচিতি লাভ করবে বলে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটনপ্রেমীরা।

নেশার ঠেকের প্রতিবাদ করায় মহিলা-সহ কয়েকজনকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁকসা, ১৬ নভেম্বর ঃ নেশার ঠেকের প্রতিবাদ করায় মহিলা-সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর চড়াও হয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা থানার অন্তর্গত গোপালপুর উত্তরপাড়া এলাকায়। এই হামলায় কয়েক জন মহিলা-সহ মোট ১০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনার জেরে সোমবার সকাল থেকে এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোপালপুর উত্তরপাড়া এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরেই মদ, গাঁজা এবং ব্রাউন সুগারের আসর বসত বলে অভিযোগ। এলাকার পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এর প্রতিবাদ জানান। অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় রবিবার রাতে নেশাগ্রস্ত যুবক ও দুষ্কৃতীরা চড়াও হয়ে বাসিন্দাদের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলায় আহতদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে দোষীদের শাস্তির দাবিতে এলাকায় ফের উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েক জনকে আটক করা হয়েছে। নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য গোটা এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

উৎসবের আমেজে জমজমাট বর্ধমানের ছট পুজোঃ সদরঘাটে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন মন্ত্রী ও জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৬ নভেম্বর ঃ উৎসবের আবহে ছট পুজোকে কেন্দ্র করে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হল বর্ধমান শহরের বিভিন্ন ঘাট। সদরঘাট থেকে আলমগঞ্জ, কল্পতরু মাঠ ও পাশিখানা- সর্বত্রই ছিল পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। চার দিনব্যাপী নানা আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সম্পন্ন হল ছট পুজো। ১৫ নভেম্বর রবিবার বিকেল থেকেই শহরের বিভিন্ন ঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করে। অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের পাশাপাশি সোমবার ১৬ নভেম্বর ভোরে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই মহাপর্ব। শুধু বর্ধমান শহর নয়, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বহু মানুষ ছট পুজোয় শামিল হন। ঘাটগুলিতে ভক্তি ও উসবের আবহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সোমবার ভোরে বর্ধমানের অন্যতম প্রধান ছট পুজোর কেন্দ্র সদরঘাটে উপস্থিত হন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র এবং পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল। হাতে ঘটি নিয়ে তাঁরাও সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ঘাটের সার্বিক ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন। ছট পুজো উপলক্ষে গোটা উৎসব যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রশাসনের



পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বিভিন্ন ঘাটে নজরদারির পাশাপাশি স্থানীয় পুজো কমিটিগুলিও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রশাসন ও পুজো কমিটিগুলির সমন্বিত উদ্যোগে কোনও বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় বর্ধমানের ছট উৎসব।

ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মবার্ষিকীতে পূর্ব রেলের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্লেসে অবস্থিত পূর্ব রেলের সদর দপ্তরের উদিসা অডিটোরিয়ামে



গীতিকা পাণ্ডের দক্ষ দিকনির্দেশনায়, ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ, ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জনজাতীয় গৌরব দিবস পালন করা হয়। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানটি কলকাতার ফেয়ারলি অত্যন্ত মর্যাদা, গাম্ভীর্য ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পূর্ব রেলের চিফ পার্সোনেল অফিসার (অ্যাডমিন) মনীশ সিং-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। কিংবদন্তি আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। ভগবান বিরসা মুন্ডা ছিলেন এক নির্ভীক আদিবাসী নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও লোকনায়ক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার, জমি ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্নেহভরে 'ধরতি আবা' (ধরিত্রী পিতা) নামে পরিচিত ভগবান বিরসা মুন্ডার সাহস, নেতৃত্ব এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ আজও সারা দেশের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, ভগবান বিরসা মুন্ডার নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও অদম্য মনোবল আমাদের সকলের কাছে এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস। নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে তাঁর আদর্শ আমাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করে।

গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদক্ষেপের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন মজবুত করছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ১৬ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার নেটওয়ার্কজুড়ে পণ্য পরিবহন সুবিন্যস্ত করতে এবং পণ্য পরিবহন থেকে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাহককেন্দ্রিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপগুলি পণ্য হ্যান্ডলিং-এর পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, পণ্য পরিবহনের পরিধি বৃদ্ধি এবং রেল-ভিত্তিক লজিস্টিক পরিষেবার দক্ষতা উন্নয়নের ওপর আলোকপাত করে। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত গৌরীপুর স্টেশনটিকে ৭ অক্টোবর ২০২৬ থেকে বর্হিমুখী অটোমোবাইল হ্যান্ডলিং-এর কাজে ব্যবহারের জন্য চালু করা হয়েছে। একইভাবে, একই ডিভিশনের অন্তর্গত ফালাকাটা স্টেশনটিকে ৩১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কয়লা ও কোক অন্তর্মুখী হ্যান্ডলিং-এর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি পণ্য পরিবহন কার্যক্রমকে আরও সহজতর করবে, পণ্য হ্যান্ডলিং-এর ক্ষমতা বাড়াবে এবং পুরো অঞ্চলজুড়ে পণ্যসামগ্রীর দক্ষ চলাচলকে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার বিভিন্ন ডিভিশনে নানা ধরনের পণ্য লোডিং করার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মালবাহী রাজস্বও অর্জন করেছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে অটোমোবাইলের একটি রেক বুক করা হয়, যেখান থেকে ০.২৩ কোটি টাকা পণ্য পরিবহন আয় অর্জিত হয়েছে। কাটিহার ডিভিশন বিভিন্ন স্টেশন-যেমন পূর্ণিয়া (১২), রানিপাত্র (২), জালালগড় (১), কাটিহার (১), সূর্যকমল (১) এবং আরারিয়া (১)-থেকে ভুট্টার ১৮ র‍্যাক লোড করেছে, যার মাধ্যমে মাল পরিবহন বাবদ ১০.৬২ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এছাড়াও, কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত আইওসি সাইডিং/নিউ জলপাইগুড়ি এবং এনআরএসআর সাইডিং/রঙ্গাপানী থেকে পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিকেন্ট (পিওএল)-এর ৬৮টি রেক লোড করা হয়, যেখান থেকে ২৪.৯৯ কোটি টাকার পণ্য পরিবহন রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। লামডিং ডিভিশন পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে সেখানে ১,৫৩২ ওয়াগন স্টোন চিপস লোড করার মাধ্যমে ৭.৩৭ কোটি টাকা পণ্য পরিবহন



রাজস্ব আয় হয়েছে। এছাড়াও, সিমেন্টের ২,১৮৩টি ওয়াগন বুক করা হয়, যেখান থেকে ৯.৫১ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে, অন্যদিকে, পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিকেন্ট (পিওএল)-এর ৪৯ টি ওয়াগন লোড করার মাধ্যমে মালবাহী রাজস্ব হিসেবে আরও ০.৫৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এছাড়াও, কন্টেইনারের ১,৩৩৫টি ওয়াগন বুক করা হয়, যার ফলে ৪.৭০ কোটি টাকার পণ্য পরিবহন রাজস্ব আয় হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি পণ্য পরিবহন পরিকাঠামো উন্নত করার এবং গ্রাহকদের আরও ভালো পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। বিভিন্ন ধরনের পণ্য পরিবহনে রেলের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্যের বাধাহীন ও নির্ভরযোগ্য চলাচলকে উৎসাহিত করছে। এছাড়াও, এটি আঞ্চলিক বাণিজ্যে অবদান রাখছে, লজিস্টিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করছে।

স্কুলব্যাগে ২২ লিটার চোলাই মদ! আটক ১

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ নভেম্বর ঃ স্কুলব্যাগ দেখলে মনে হবে ভিতরে রয়েছে বই-খাতা। কিন্তু সেই ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে এল প্রায় ২২ লিটার চোলাই মদ! বাসে চেপে বর্ধমান যাওয়ার পথে পুলিশের তল্লাশিতে সামনে এল চোলাই মদ পাচারের অভিযোগ। সোমবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত খুদকুঁড়ি গ্রাম থেকে মামা-ভাগ্নে বাসে করে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে থাকা একটি স্কুলব্যাগের ভিতরে পলিথিনে মুড়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল চোলাই মদ। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই অভিযানে নামে পলেমপুর পুলিশ ফাঁড়ি। ফাঁড়ির অফিসার আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশ পলেমপুর এলাকায় বাসটি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায়। সেই তল্লাশিতেই স্কুলব্যাগের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় আনুমানিক ২২ লিটার চোলাই মদ। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। পড়াশোনার সামগ্রী বহনের পরিচিত স্কুলব্যাগকে চোলাই মদ পাচারের আড়াল হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ সামনে আসতেই এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। পুলিশের তপরতায় পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও খণ্ডঘোষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বারবার অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার ও পাচারের অভিযোগ ওঠায় নতুন করে প্রশ্ন উঠছে এই বেআইনি কারবারের বিস্তার নিয়ে। এই কারবারের সঙ্গে আর কারা জড়িত, কোথা থেকে আসছে চোলাই মদ এবং কোথায় তা পাচার করা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠছে। অবৈধ মদের কারবার বন্ধ করতে পুলিশি নজরদারি ও অভিযান আরও জোরদার হয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা।

আমবাগান থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ নভেম্বর ঃ সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরপাড়ার একটি আমবাগান থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম মন্তরাম মণ্ডল। তাঁর বয়স বছর পঞ্চাশ। সোমবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এ দিন সকালে এলাকার বাসিন্দারা সাগরপাড়ার ওই আমবাগানের ভেতরে মন্তরামবাবুকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হলো, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে সাগরপাড়া থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

চোরবাগানের স্মৃতি মনে রেখে, ভিড় সামলাতে ষষ্ঠীর রাতেই বন্ধ হলো মানকুন্ডুর দুই বড় মণ্ডপ

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৬ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর সপ্তমীতে কলকাতার চোরবাগানে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনার রেশ এখনো কাটেনি। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার জগদ্ধাত্রী পুজোর শুরু থেকেই চরম সতর্ক অবস্থানে প্রশাসন। তারই প্রতিফলন দেখা গেল রবিবার, ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় হুগলির মানকুন্ডুতে। দর্শনার্থীদের বাঁধভাঙা ঢল সামাল দিতে না পেরে এবং যেকোনো অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা এড়াতে রাত ৮টার পরই মানকুন্ডুর দুটি জনপ্রিয় পুজো মণ্ডপে দর্শন বন্ধ করে দেয় পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যা নামতেই মানকুন্ডু স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকায় মানুষের ঢল নামতে শুরু করে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জনপ্লাবনের আকার নেয়। বিশেষ করে মানকুন্ডু সার্কাস মাঠের 'অযোধ্যা' থিমের পুজোটি দেখতে উপচে পড়া ভিড় জমে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় পুলিশের নির্দেশে তড়িঘড়ি মণ্ডপের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মণ্ডপটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। একই কারণে মানকুন্ডু স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো মণ্ডপও দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। এবার বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে নারাজ পুলিশ-প্রশাসন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কেবলমাত্র জননিরাপত্তার স্বার্থেই ষষ্ঠীর রাত থেকে প্রতিমা দর্শন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ভিড় আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে খবর, চন্দননগর ও মানকুণ্ডু স্টেশন রোডের যে সব পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় তুলনামূলক বেশি হয়, সেখানে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন থাকবে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই চন্দননগরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় দুপুর ২টো থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত নো-এন্ট্রি চালু করা হয়েছে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

কাটমানি নিলে নিজের দল বা অন্য কোনও দলের কাউকেই ছাড়া হবে না, হুঁশিয়ারি বেলডাঙার বিজেপি বিধায়কের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৬ নভেম্বর ঃ আবাস যোজনা এবং অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা থেকে কাটমানি আদায় রুখতে রাস্তায় নেমে মাইক হাতে প্রচার করলেন বেলডাঙার বিজেপি বিধায়ক ভরত ঝাওর। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে গরিব মানুষের কাছ থেকে তোলাবাজি চললে নিজের দল বা অন্য কোনও দলের কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে প্রকাশ্যেই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বিধায়কের অভিযোগ, আগের কিস্তিতে ঘরের জন্য বরাদ্দ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মধ্যে কোথাও ২০ হাজার, আবার কোথাও ৩০ হাজার টাকা করে কাটমানি নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছাড়তেই ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে সেই তোলাবাজ চক্র। বাদ যাচ্ছে না মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনাও। সেখানে তিন হাজার টাকার অনুদানের মধ্যে থেকে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা দাবি করা হচ্ছে। এমনকি অনলাইনে ৫০-১০০ টাকায় ফর্ম পূরণের বদলে প্রথম মাসের পুরো তিন হাজার টাকাই চাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এদিন আবাস প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ নিয়ে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের প্রশংসা করে বিধায়ক জানান, দ্বিতীয় কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকার পাশাপাশি ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে ২৭ হাজার এবং শৌচাগারের জন্য ১২ হাজার-সব মিলিয়ে উপভোক্তারা মোট ৯৯ হাজার টাকা পাবেন। এই টাকা পাওয়ার জন্য কাউকে এক পয়সাও দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এদিন পায়ে হেঁটে পথে ঘুরে মাইক হাতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন তিনি। বেলডাঙার বিধায়ক ভরত ঝাওর বলেন, পুরোনো দিনের মতো কিছু দুর্বৃত্ত, বিভিন্ন দলের লোক এবং সমাজবিরোধীরা গরিব মানুষের টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করছে। এর মধ্যে আমার দলের লোকও থাকতে পারে, সে যত বড়ই নেতা হোক না কেন, কারও রেহাই নেই। যাঁরা ইতিমধ্যে টাকা দিয়েছেন, তাঁরা নির্ভয়ে আমার কাছে এসে নাম ও টাকার অঙ্ক লিখিয়ে যান, আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। যাঁরা টাকা নিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে সেই টাকা আদায় করে ফেরত দেওয়ার এবং ওই দুর্বৃত্তদের জেলে পাঠানোর দায়িত্ব আমার। আমি স্পষ্ট সতর্ক করছি, অবিলম্বে এই টাকা তোলা বন্ধ করুন এবং যাঁদের কাছ থেকে নিয়েছেন তাঁদের টাকা ফেরত দিন, নাহলে আপনাদের স্থান একদম জেলে হবে।

নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ নভেম্বর ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের রানিনগরে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৫০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার করল রানিনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় জ।তি থাকার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের হেফাজত চেয়ে আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দুই ব্যক্তির নাম সোহেল রানা এবং এরাজুল শেখ। দুজনেই রানিনগর থানার অন্তর্গত এলাকার বাসিন্দা। সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে রানিনগর থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল হারুডাঙা গ্রামে অতর্কিতে হানা দেয়। তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে মোট ১৫০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার করা হয়। তাদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে সোমবার তাদের আদালতে পেশ করা হয় এবং তদন্তের স্বার্থে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। উভয় পক্ষের সওয়াল শুনে বিচারক ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে।

বাঁশবেড়িয়ায় কার্তিক পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে, ৮৫ টি পুজো কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁশবেড়িয়া, ১৬ নভেম্বর ঃ কার্তিক পুজো মানেই হুগলি জেলার গঙ্গাতীরবর্তী বাঁশবেড়িয়া শহর। বাঁশবেড়িয়ার পাশাপাশি সাহাগঞ্জ, কেওটা ও ঝাঁপপুকুর এলাকাতেও প্রতিবছর কার্তিক সংক্রান্তিতে জাঁকজমকপূর্ণ পুজোর আয়োজন করা হয়। রাজা কার্তিক, অর্জুন কার্তিক, বাবু কার্তিক, জামাই কার্তিক-সহ নানা রূপে দেবতার আরাধনায় মেতে ওঠে গোটা এলাকা। এবার জগদ্ধাত্রী পুজোর কারণে কার্তিক পুজোর সময়সীমা একদিন বাড়ানো হয়েছে। চার দিন পুজো চলার পর আগামী ২১ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে ২২ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হবে। সোমবার সাহাগঞ্জ- বাঁশবেড়িয়া কেন্দ্রীয় কার্তিক পুজো কমিটির উদ্যোগে হংসেশ্বরী রোডে জুনিয়র নেতাজি সংঘের মাঠে সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক অভিজিত সাহা, বাঁশবেড়িয়া পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার বিষ্ণুপদ রায়, সপ্তগ্রামের বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ, চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ এবং কমিটির কনভেনার রবিন বসু-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ক

বুদাপেস্টে অকল্পনীয় অফ-ফর্মে কার্লসেন, কারুয়ানা মরিয়া সিংহাসন কাড়তে

সংবাদ সংস্থা, বুদাপেস্ট, ১৬ নভেম্বরঃ টানা ১৫ বছরের একচ্ছত্র রাজত্ব। দাবার দুনিয়ায় কার্যত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেই ম্যাগনাস কার্লসেনের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর সিংহাসন এবার টলমল। বুদাপেস্টে টোটাল চেস টুর্নামেন্টের পাইলট ইভেন্টে তাঁর ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছেন মার্কিন গ্র্যান্ডমাস্টার ফাবিয়ানো কারুয়ানা। গত ১০ রাউন্ডে একটাও জয় নেই। উল্টে আর্মেনিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার হাইক মার্টিরোসিয়ানের কাছে পরাজয়। ২৮২৩ রেটিং নিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেও ২২ পয়েন্ট খুইয়েছেন কার্লসেন। লাইভ রেটিং নেমেছে ২৮০১-এ। ২০০৯ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথম ২৮০০-র গণ্ডির নিচে হড়কে যাওয়ার উপক্রম। অন্যদিকে, রবিবার ডবল-হেডার ফাইনাল রাউন্ডের প্রথম গেমে ইয়ান নেপোমনিয়াচির সঙ্গে কার্লসেনের লড়াই অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। কারুয়ানাও ড্র করেন ব্লাদিস্লাভ আর্টেমিয়েভের বিরুদ্ধে। রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান কমে দাঁড়ায় মাত্র ৬। এতে সিংহাসন হারানোর চাপ ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। রবিবারের কার্লসেন-নেপোমনিয়াচি ম্যাচে বারবার রং বদলেছে। সময় নিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়েন কার্লসেন। একটা সময় জেতার মতো জায়গায় থেকেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ গ।য় ড্রয়ের দিকে। অন্য বোর্ডে আর্টেমিয়েভের বিরুদ্ধে জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেন কারুয়ানাও। তবে দ্বিতীয় গেমে কিছুটা স্বস্তি। সাদা ঘুঁটি নিয়ে নেপোর সঙ্গে ড্র কার্লসেনের। আর আর্টেমিয়েভের কাছে হেরে ৭ রেটিং পয়েন্ট খোয়ান কারুয়ানা। নেমে যান ২৭৯০-এ। হিকারু নাকামুরার পেছনে এখন তিনি তিন নম্বরে। কার্লসেন এবার ১৭ নম্বর স্থানের জন্য লড়বেন বিবিসারা আসাউবায়েভার বিরুদ্ধে। আর খেতাবি লড়াইয়ের সেমিফাইনালে কারুয়ানার সামনে আলিরেজা ফিরোজা।



বেঙ্গল এ্যামেচার তাইকাণ্ডো অ্যাসোসিয়েশনের নবম রাজ্য তাইকান্ডো ও সেলফ ডিফেন্স সেমিনার ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হাবড়া সোনালী সংঘের ময়দানে। দুদিনের এই সেমিনারে দুশোর বেশি ছেলে মেয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক স্বর্ণালী দত্ত জানান তাইকান্ডো প্রতিটি ছেলেমেয়েদের শেখা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে যেমন আত্মরক্ষা করা যায়, তেমনি নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা গড়ে তোলা যায়। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ



৪ ইনিংসে কোহলির ৮৬, রোহিতের ৩০!

বিশ্বকাপের আগে দুই তারকাকে কি কঠিন কথাটা বলেই দেবেন প্রজ্ঞান

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৬ নভেম্বরঃ পাঁচ ম্যাচের সিরিজে দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের ঝুলিতে সাকুল্যে ৮৬! শুনতে অবাক লাগলেও নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কঙ্কালসার চেহারাটা ঠিক এরকমই। বোলারদের দাপটে শেষ ম্যাচ ২২ রানে জিতে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ পকেটে পুরেছে ভারত। আর সেই জয়ের আড়ালেই চাপা পড়েছে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ব্যর্থতা। আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার আগে দুই মহারথীর ছন্নছাড়া ফর্ম টিম ম্যানেজমেন্টের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। অকল্যান্ডে প্রথম ম্যাচে ৫১ বলে ৭৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস (স্ট্রাইক রেট ১৪৫.১০)। গোটা সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে ওটাই একমাত্র হাফ-সেঞ্চুরি। হ্যামিল্টনে বৃষ্টিতে তৃতীয় ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর ওয়েলিংটন আর মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বাউন্সি, সিম-সহায়ক পিচে ছবিটা পুরো বদলে গেল। পরের তিন ম্যাচে কোহলির রান ৭, ০ এবং ৫! গড় ২১.৫০। শেষ ম্যাচেও ম্যাথু ফিশারের বাউন্সে পুল মারতে গিয়ে কিপার টিম সেইফার্টের হাতে ক্যাচ। ২০১৫ সালের পর, অর্থাৎ ১১ বছরে এই প্রথম ওয়ানডেতে টানা তিন ইনিংসে এক অঙ্কের রানে ফিরলেন ৩৮ বছরের তারকা। যদিও এরই ফাঁকে তিন নম্বরে নেমে ঐতিহাসিক ১৩ হাজার রান এবং রিকি পন্টিংকে (১৯৭১) টপকে কিউয়িদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রানের নজির গড়েছেন। কিন্তু মাইলফলক দিয়ে কি বাউন্সের দুর্বলতা ঢাকা যায়? কোহলির চেয়েও করুণ দশা রোহিত শর্মার। চার ইনিংসে ঝুলিতে মাত্র ৩০ রান! কিউয়ি পেসারদের বাউন্স ও সুইংয়ের সামনে রীতিমতো অসহায়।



মন চাইলেও শরীর ও রিফ্লেক্স সায় দিচ্ছে না। আর এখানেই আসল সমস্যা। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতার পরেও রোহিতকে ওয়ানডে নেতৃত্ব থেকে সরানোয় অজিত আগরকরের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ে। এ বছরের শুরুতে ইংল্যান্ড সিরিজের আগে আগরকরের কথাতেই রোহিতের কাছে যান প্রজ্ঞান ওঝা। উদ্দেশ্য ছিল, লর্ডসেই রোহিত অবসর নেবেন কি না, তা বুঝে নেওয়া। নেননি 'হিটম্যান'। ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষকর্তাদের কাছে ক্ষোভ জানান। ফলাফল? তিক্ততার মধ্যেই বিদায় প্রস্তাবটা ভালোভাবে আগরকরের। এখন প্রধান নির্বাচকের হটসিটে রোহিতেরই জুনিয়র ক্রিকেট ও এনসিএ ক্যাম্পের বন্ধু প্রজ্ঞান। কোচ গৌতম গম্ভীর ও রবি শাস্ত্রী ইতিমধ্যে কঠিন পিচে টপ-অর্ডারের ব্যর্থতাকে 'উদ্বেগের' বলেছেন। ঋতুরাজ গায়কোয়াড় সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলেও যশস্বী জয়সওয়াল, অভিষেক শর্মা ও তরুণ বৈভব সূর্যবংশীদের নাম নিয়ত ভাসমান, এখন প্রবলভাবে চর্চায়। আগামী বছর ৯ অক্টোবর প্রোটিয়াদের দেশে বিশ্বকাপ। তার আগে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ছ'টি ওয়ানডে খেলবে ভারত। এরপর ছ'মাসের বিরতি, আইপিএলের আগেও তিন মাসের গ্যাপ। দেশের পাটা পিচে বা বিজয় হাজারে ট্রফিতে রোহিত হয়তো রানের বন্যা বইয়ে দেবেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রান যেভাবে নিউজিল্যান্ডে কাজে আসেনি, দক্ষিণ আফ্রিকার বাউন্সি পিচেও তা মূল্যহীন হবে। আর তাই বন্ধু রোহিতের সঙ্গে এখনই খোলাখুলি আলোচনায় বসা দরকার প্রজ্ঞানের। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শেষ ওয়ানডে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে। সেখানেই কি রোহিত-অধ্যায়ের শেষ চমক? জল্পনার পারদ চড়ছে।

৪৬ বছর বয়সে আবার ফুটবলার হয়ে উঠলেন রোনাল্ডিনহো

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ১৬ নভেম্বরঃ ইতালির তৃতীয় বিভাগের দল রাভেন্নার হয়ে রবিবার মাঠে নামেন এই বিশ্বকাপজয়ী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। খেলেন প্রথমার্ধের পুরোটা সময়। বিরতির সময় মাঠের চারপাশ হেঁটে দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন তিনি, সমর্থকরাও দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে কিংবদন্তিকে অভিবাদন জানায়। ফোরলির বিপক্ষে ম্যাচটি ২-০ গোলে জেতে রাভেন্না। ৩৬তম মিনিটে দোনাতির দলকে এগিয়ে নেওয়া গোলে ভূমিকাও রাখেন রোনাল্ডিনহো। পরে দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সিমোনে রাব্বি। স্বীকৃত পর্যায়ে এর আগে রোনাল্ডিনহো সবশেষ খেলেছিলেন ২০১৫ সালে, নিজ দেশের ক্লাব ফ্লুমিনেসির হয়ে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের ঘোষণা দেন ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে। সেই থেকে মাঠের বাইরেই জীবন কাটছিল তার। কিন্তু হঠাৎ করেই গত জুনে আবার তার সরাসরি ফুটবলে ফেরার উপলক্ষ তৈরি হয়। ওই মাসে রোনাল্ডিনহোর সঙ্গে চুক্তির খবর জানায় রাভেন্না। এই ক্লাবের কর্ণধার হোটেল ব্যবসায়ী ইগনাসিও চিপ্রিয়ানি তার বন্ধু। তবুও তখন সেটা হয়তো খুব কম মানুষই বিশ্বাস করেছিল। তবে গত ২০ আগস্ট, রাভেন্না শহরে গিয়ে জমকালো আয়োজন রোনাল্ডিনহো ক্লাবটিতে নাম লেখালে সবার সব সংশয় দূর হয়। তারপরও ধোঁয়াশা ছিল দলটিতে তার ভূমিকা নিয়ে। যদিও ফুটবলার হিসেবেই তিনি নিবন্ধন করেন। পেশাদার ফুটবলারের দলবদলের মতোই সেখানে গিয়ে প্রথাগত মেডিকেল পরীক্ষা করান। এরপর, সব সংশয়ের ইতি টেনে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রাভেন্নার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ফিরতে যাচ্ছেন রোনাল্ডিনহো। অবশেষে সেই ক্ষণ চলেই এলো, সত্যিই মাঠে নামলেন তিনি। বল পায়ে আবার ছুটতে পেরে রোনাল্ডিনহোও উচ্ছ্বসিত, ম্যাচের পর স্কাই স্পোর্ত ইতালিয়াকে সেই আনন্দের কথাই শোনালেন তিনি। ''এখানে থাকতে পারা, খেলতে পারা, ম্যাচের আগে ড্রেসিং রুমে প্রস্তুতি নেওয়া, সবকিছু দারুণ ব্যাপার।'' একসময় যারা তার খেলা দেখে বড় হয়েছে, সেইসব তরুণ সতীর্থদের সাথে খেলাটাও উপভোগ করেছেন বলে জানালেন রোনাল্ডিনহো। ২০০২ সালের বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবল জাদুকর ক্যারিয়ারের সেরা কাটিয়েছেন বার্সেলোনায়। সেখানে থাকতেই তিনি ২০০৫ সালে জয় করেন ব্যালন ডি'র, পরের বছর ক্লাবটির হয়ে জেতেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। এছাড়া পিএসজি ও এসি মিলানের মতো ক্লাবেও খেলেছেন রোনাল্ডিনহো। রাভেন্না তার ক্যারিয়ারের নবম ক্লাব। সামনে কি আবার তাকে খেলতে দেখা যাবে, এমন প্রশ্নের উত্তরে সম্ভাবনার কথাই শোনালেন তিনি। ''প্রেসিডেন্ট যদি আমাকে ডাকেন, অবশ্যই আমি ফিরব।''

ইতালিকে গুঁড়িয়ে শেষ আটে বেলজিয়াম

সংবাদ সংস্থা, ব্রাসেলস, ১৬ নভেম্বরঃ ঘরের মাঠে রবিবার গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডে ৪-১ গোলে জিতেছে বেলজিয়াম। একই সময়ে আরেক ম্যাচে তুরস্ককে ২-১ গোলে হারিয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে শেষ আটে উঠেছে ফ্রান্স। গত বৃহস্পতিবার ফ্রান্সকে ৩-১ গোলে হারানো ইতালি 'এ' লিগের এক নম্বর গ্রুপের শীর্ষে থেকে শেষ রাউন্ডে মাঠে নামে। কিন্তু এখন তৃতীয় হয়ে বিদায় নিতে হচ্ছে গত তিনটি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়া দলটিকে। ছয় ম্যাচে ফ্রান্সের পয়েন্ট ১৩, বেলজিয়ামের ১২, ইতালির ১০। সব ম্যাচেই হেরে তলানিতে তুরস্ক। ফ্রান্সের বিপক্ষে জোড়া গোল করা পিও এস্পোজিতো এবার একাদশ মিনিটেই এগিয়ে নেন দলকে। জাতীয় দলের হয়ে ১৫ ম্যাচে তার গোল হলো ১০টি। তবে ১৫ থেকে ২৬, এই ১১ মিনিটের মধ্যে তিন গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় বেলজিয়াম। মাক্সিম ডি কাইপার সমতা টানার পর, ব্যবধান বাড়ান ন্যাথান এনগয় ও জেরেমি ডোকু। আর ৮০তম মিনিটে ইতালির কফিনে চতুর্থ পেরেক ঠুকে দেন ডিয়োগো মোরেরা। এই গোলে অবদান রাখেন কেভিন ডি ব্রইনা। ইতালি গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা ছয়টি সেভ না করলে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত।



তুরস্ককে ২-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে ফ্রান্স

সংবাদ সংস্থা, ফ্রান্স, ১৬ নভেম্বরঃ ঘরের মাঠে রবিবার গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডে ২-১ গোলে জিতেছে জিনেদিন জিদানের দল। সবকটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে।



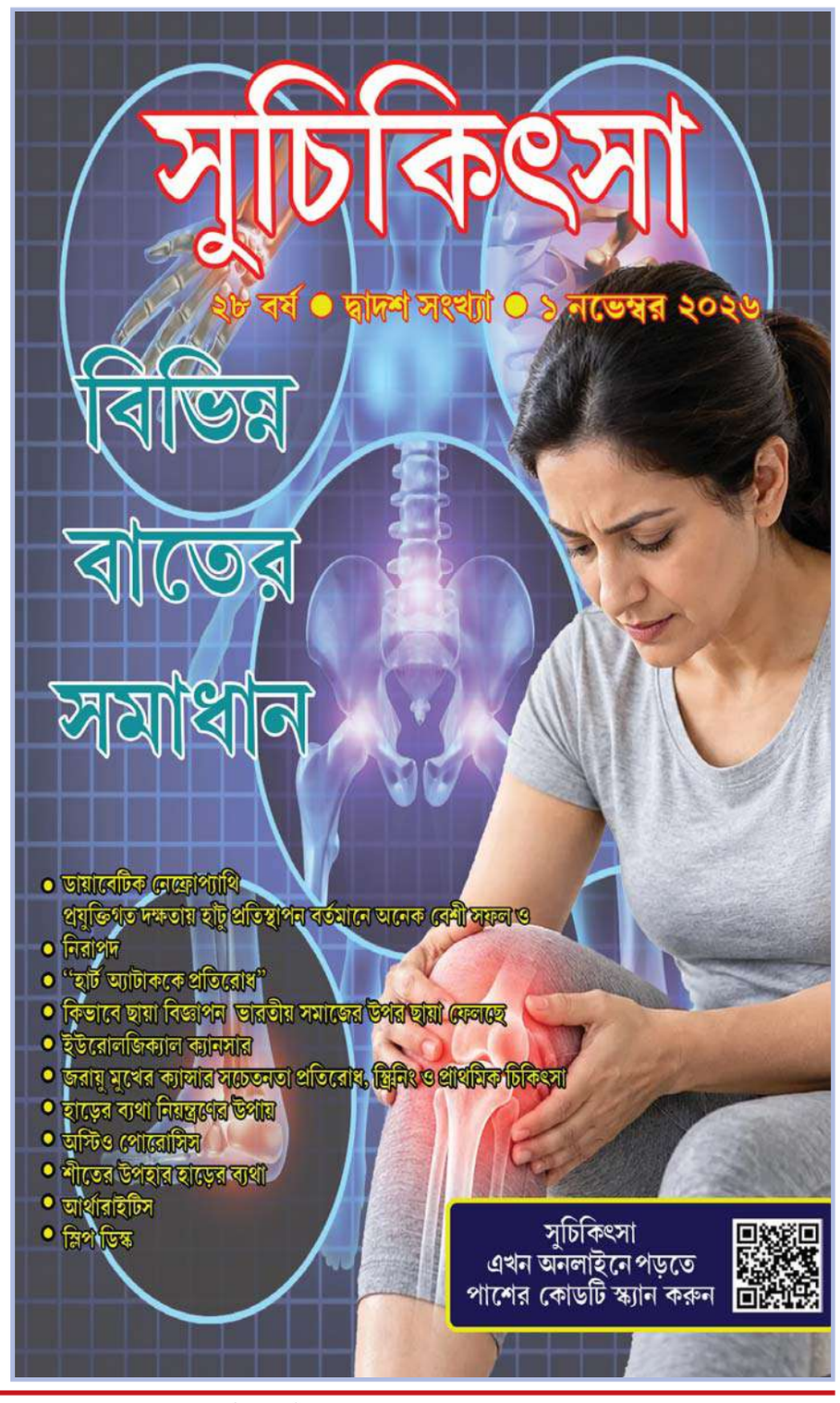
আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যাওয়া ফ্রান্সের হয়ে ব্যবধান বাড়ান জুনিয়র ক্রুপি। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে আব্দুলকেরিম ব্যবধান কমালেও, নাটকীয় কিছু করতে পারেনি তুরস্ক। ছয় ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' লিগের এক নম্বর গ্রুপের সেরা হয়েছে ফ্রান্স। একই সময়ে গ্রুপের আরেক ম্যাচে ইতালিকে ৪-১ গোলে হারিয়ে, ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়ে শেষ আটের টিকেট পেয়েছে বেলজিয়ামও। শেষ রাউন্ডের আগে তালিকার শীর্ষে থাকলেও, এখন ১০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়ে বিদায় নিতে হচ্ছে ইতালিকে। আর তুরস্ক ছয় ম্যাচের সবকটিই হেরেছে। হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যায় গত বৃহস্পতিবার ইতালির বিপক্ষে ৩-১ গোলে হারের ম্যাচে খেলতে পারেননি ফ্রান্সের রেকর্ড গোলস্কোরার এমবাপে। জয়ে ফেরার লক্ষ্যে শুরু থেকে আক্রমণ শাণায় ফ্রান্স। প্রথমার্ধে কয়েকটি ভালো সুযোগও পায় তারা, কিন্তু ফরোয়ার্ডরা কাজে লাগাতে পারেননি। এমবাপের দুটি ও বাহডলে বাহকোলার একটি শট ব্যর্থ করে দেন তুরস্কের গোলরক্ষক। এছাড়া এমবাপে একবার জালে বল পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। খুব বেশি আক্রমণে উঠতে না পারলেও প্রথমার্ধে তুরস্কও একটি সুবর্ণ সুযোগ হারায়। ওয়ান-অন-ওয়ানে ইসমাইল ইউকসেকের প্রচেষ্টা এগিয়ে এসে রুখে দেন গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁ। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে গোলের দেখা পায় ফ্রান্স। কর্নারে আদ্রিয়া হাবিওর হেড ক্লিয়ারের চেষ্টায় তুরস্কের এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে নিজেদের জালেই জড়ায়। তিন মিনিট পরই ফ্রান্সের জালে বল পাঠান রিয়াল মাদ্রিদ তারকা আর্দা গুল্যার। কিন্তু ভিএআরের সাহায্যে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। ৬৩তম মিনিটে বাহকোলার বদলি নেমে ৮০তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ক্রুপি। কাছ থেকে জাতীয় দলের হয়ে নিজের প্রথম গোলটি করেন ইতালির বিপক্ষে অভিষিক্ত ২০ বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ড। ৯০তম মিনিটে কর্নারে হেডে ব্যবধান কমান আব্দুলকেরিম, তাতে লড়াইয়ে উত্তেজনা ফিরলেও ম্যাচের ফলে প্রভাব পড়েনি।

নাটকীয় লড়াইয়ে স্পেনের ৪৩ ম্যাচের অজেয় যাত্রা থামাল ইংল্যান্ড

উড়তে থাকা স্পেন হঠাৎ করেই যেন নিজেদের হারিয়ে ফেলল। সাদামাটা পারফরম্যান্সে তিন গোল খেয়ে বড় হারের শঙ্কায় পড়ে গেল তারা। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা কি এত সহজে হার মানে! আচমকাই লড়াইয়ের দৃশ্যপট বদলে গেল। ১০ জনের দলে পরিণত হলো ইংল্যান্ড, টপাটপ দুই গোল করে নাটকীয়তা জাগাল স্প্যানিশরা। তাদের ঝড়ের মুখে বাকিটা সময় কোনোমতে ঘর সামলে রেখে জয় নিয়ে ফিরল টমাস টুখেলের দল।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৬ নভেম্বরঃ মাদ্রিদের মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে রবিবার রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ৩-২ গোলে জিতেছে ইংল্যান্ড। এলিয়ট অ্যান্ডারসন লাল কার্ড দেখায় প্রায় আধা ঘণ্টা ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় তাদের। প্রথমার্ধের শেষ দিকে হ্যারি কেইনের গোলে সফরকারীরা এগিয়ে যাওয়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পরপর স্পেনের জালে বল পাঠান এজরি কন্সা ও বেন হোয়াইট। মিকেল ওইয়ারসাবাল ও নিকো উইলিয়ামসের গোলে লড়াইয়ে রোমাঞ্চ ছড়ালেও হার এড়াতে পারেনি আয়োজকরা। দল দুটির উয়েফা নেশন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলা আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। লড়াইটি তাই ছিল মূলত গ্রুপ সেরা হওয়ার। সেখানে বাজিমাত করল ইংল্যান্ড। 'এ' লিগের তিন নম্বর গ্রুপে ছয় ম্যাচ শেষে সমান পাঁচটি করে জিতে দুই দলেরই ১৫ পয়েন্ট। মুখোমুখি লড়াইয়েও সমতা, গত সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের মাঠে একই ব্যবধানে জিতেছিল স্পেন। তাই গোল ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে টুখেলের দল, দুইয়ে স্পেন। ম্যাচে দুই অর্ধের খেলা ছিল একেবারে দুইরকম। শুরু থেকে ইংলিশ আধিপত্যের সামনে কোণঠাসা স্পেন তিন গোলে পিছিয়ে পড়ার পর মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের ঝড়ের সামনে উড়ে যাওয়ার অবস্থা হয় ইংল্যান্ডের রক্ষণভাগের তবে দুই গোল হজম করলেও কোনোমতে ব্যবধান ধরে রাখতে সক্ষম হয় তারা। যেখানে বড় কৃতিত্বের দাবিদার তাদের গোলরক্ষক জেমস ট্র্যাফোর্ড। পুরো ম্যাচে প্রায় ৬৫ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২৩ শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে স্পেন। আর ইংল্যান্ডের ৯ শটের পাঁচটি লক্ষ্যে ছিল। উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপ জয়ের পথে টানা সাতটি এবং এখানে প্রথম পাঁচ রাউন্ড মিলিয়ে টানা ১২ ম্যাচ জিতেছিল স্পেন। আড়াই বছর ধরে টানা ৪৩ ম্যাচ অপরাজিত ছিল দলটি। তাদের সেই রেকর্ড যাত্রার ইতি টেনে দিল ইংল্যান্ড। ম্যাচ শুরুর ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে ঢুকে পড়ে ইংল্যান্ড এবং কর্নার আদায় করে নেয় তারা। ওই কর্নারে গোলও পেতে পারতো দলটি তবে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে জুড বেলিংহ্যামের ফ্লিক কোনোমতে হাত বাড়িয়ে আটকে দেন উনাই সিমন। পাঁচ মিনিটে পর আবার বেঁচে যায় স্পেন। ডি-বক্সের বাইরে থেকে কেইনের শট সিমনকে ফাঁকি দিয়ে, পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। প্রথম ১৫ মিনিটে অধিকাংশ সময় খেলা হয় স্পেনের অর্ধে। এরপর একবার আক্রমণ শাণাতে পারে, যদিও সেখানে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি তারা। দুই মিনিটের মধ্যে আবার স্প্যানিশ রক্ষণ ভেঙে ডি-বক্সে ঢুকে পড়ে ইংলিশরা, এবার মর্গ্যান রজার্সের শট একজনের পায়ে লেগে প্রতিহত হয়। একদিকে নিজেদের গুছিয়ে নিতে ভুগছিল স্পেন, তার মাঝেই ২০তম মিনিটে আরেক ধাক্কা খায় তারা চোট পেয়ে উঠে যেতে বাধ্য হন ডিফেন্ডার পেদ্রো পোরো। বদলি নামেন আরেক ডিফেন্ডার মার্ক পুবিল। ধীরে ধীরে পজেশন রাখায় মনোযোগ বাড়ায় স্পেন, যদিও আক্রমণে একদমই সুবিধা করতে পারছিল না তারা। প্রথমার্ধে গোলের জন্য চারটি শট নিলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি তারা। উল্টো ৪৫তম মিনিটে পিছিয়ে পড়ে স্পেন। গতিময় এক পাল্টা আক্রমণে ডি-বক্সে ঢুকে পড়া কেইনকে ফাউল করেন পাউ কুবার্সি, এবং সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন বায়ার্ন মিউনিখ তারকা। ইংল্যান্ডের কেবল দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে টানা সাতটি অ্যাওয়ে ম্যাচে গোল করলেন কেইন প্রথম এই কীর্তি গড়েছিলেন টম ফিনি, ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের মে মাসের মধ্যে। ইংল্যান্ডের রেকর্ড গোলস্কোরারের আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোল হলো মোট ৯৩টি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে চার মিনিটের মধ্যে আরও দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ইংল্যান্ড, আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ে স্পেন। ৫৩তম মিনিটে ডেক্লান রাইসের কর্নারে ছয় গজ বক্সের বাইরে একদম ফাঁকায় বল পেয়ে যান এজরি কন্সা। নিখুঁত হেডে বল জালে পাঠান এই ডিফেন্ডার। দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে নেওয়ার আগেই আরেকটি হজম করে স্পেন পাসিং ফুটবলে শাণানো আক্রমণে বেলিংহ্যামের পাস পেয়ে গোলরক্ষকের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে গোলটি করেন আরেক ডিফেন্ডার বেন হোয়াইট। কিছুক্ষণ পর আচমকাই ম্যাচ নতুন মোড় নেয়। সতীর্থের পাস পেয়ে দ্রুত ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন লামিন ইয়ামাল, সামনে একমাত্র বাধা ছিল গোলরক্ষক, উপায় না পেয়ে তাকে পেছন থেকে টেনে ফেলে দেন এলিয়ট অ্যান্ডারসন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। ওই পেনাল্টি থেকেই গোল করে দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর পথ দেখান ওইয়ারসাবাল। দুই ম্যাচ পর আবার জালের দেখা পেলেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে তার গোল হলো ৩২টি। গোল পেয়ে যেন আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে স্পেন। ৭৩তম মিনিটে ডি-বক্সে জটলার মধ্যে বল পেয়েই শট নেন ফের্মিন লোপেস, দৃঢ়তায় সেটা রুখে দেন ট্র্যাফোর্ড। তবে দুই মিনিট পর আর পারেননি তিনি দ্বিতীয় গোল হজম থেকে দলকে বাঁচাতে। মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে দ্রুত আক্রমণে ওঠে স্পেন, এবং তাদের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি ইংলিশ রক্ষণ। ডান দিক থেকে অন্যপাশে দারুণ পাস বাড়ান ইয়ামাল এবং বল পেয়েই শট নেন নিকো উইলিয়ামস, পোস্টে লেগে বল জড়ায় জালে। অবশিষ্ট এক গোলের ব্যবধান ধরে রাখতে রক্ষণ জমাট করার কৌশল নেন টুখেল। ৭৮তম মিনিটে কেইনকে তুলে ডিফেন্ডার লুইস-স্কেলিকে নামান তিনি। কিছুক্ষণ পর আরও দুটি পরিবর্তন আনেন কোচ ফরোয়ার্ড অ্যান্থনি গর্ডন ও মিডফিল্ডার বেলিংহ্যামকে বসিয়ে মাঠে নামান আরেক ফরোয়ার্ড ডমিনিক ক্যালভার্ট-লুইন ও ডিফেন্ডার জেড স্পেন্সকে। বাকি সময়ে একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে স্পেন। প্রতি মিনিটেই যেন প্রতিপক্ষের রক্ষণে ভেঙে ঢুকে পড়ছিল তারা। ৮০তম মিনিটে ইয়ামালের জোরাল শট রুখে ব্যবধান ধরে রাখেন ট্র্যাফোর্ড। চার মিনিট যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে দুর্দান্ত ডাবল সেভ করেন ট্র্যাফোর্ড লোপেস ও এমেরিক লাপোর্তের প্রচেষ্টা আটকান তিনি। এরপর পেদ্রির শটও দারুণ ক্ষিপ্রতায় রুখে দিয়ে ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিত করেন লিডস ইউনাইটেডের এই গোলরক্ষক। একই সময় শুরু গ্রুপের আরেক ম্যাচে চেকিয়াকে আরেকটি হারের স্বাদ দিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। ২-১ গোলে জয়ী ক্রোয়াটরা ৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়। ছয় ম্যাচের সবগুলোই হারল চেকিয়া।





দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com